মায়ের প্রাণ

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা

কলিকাতা

৬১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

"রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়" হইতে

এস, কে, বাগচি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

জ্যৈষ্ঠ—১৩২৬

প্রিণ্টার—শ্রীকুলচন্দ্র দে

শাস্ত্রপ্রচার-প্রেস,

৫নং ছিদাম মুদির লেন, কলিকাতা।

শ্রীমান্ রামচন্দ্র

ও

শ্রীমতী সরোজসুন্দরীর

যুগ্ম করে অর্পিত

হইল

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১।	ডালি	১।০
২।	অর্ঘ্য	।।০
৩।	পরাধীনা	১।।০
৪।	অনুতপ্তা ...	যন্ত্রস্থ
৫।	বিসর্জ্জন ...	

রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়,
৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মায়ের প্রাণ

[১]

"বাবুজী, একঠো বাবু আপ কো মূলাকাৎ মাংতা !"

"বাঙ্গালী বাবু ?"

"জী—হাঁ !"

"ইধার লে আও !"

ভৃত্য চলিয়া গেলে মণি পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"শুভ্রা, একবার ভেতরে যাও, কে আসচে দেখি !"

মণিবাবু বাঙালী যুবক। সম্প্রতি পিতার অতুল সম্পত্তির মালিক হইয়া তিনি ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া দিয়া জমিদারীর কাজ কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। হাতে পয়সা এবং নিষ্কর্ম্মা-জীবন হইলে সাধারণতঃ লোকের শৈত্য ও গ্রীষ্মাধিক্য হইয়া

থাকে। গ্রীষ্মের সময় কলিকাতায় বাস করা তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। শরীরটাও নাকি বড় বেশী ভঙ্গুর হইয়া উঠে। সামান্য সর্দ্দি কাশী হইলেও বায়ু পরিবর্ত্তনটা তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এমনি একটা অপরিহার্য্য কারণে বাধ্য হইয়াই মণিবাবু পত্নী ও শিশু পুত্রটীকে সঙ্গে লইয়া মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়াছিলেন।

পিতা তাঁহার বিলাত-প্রত্যাবৃত ব্যারিষ্টার ছিলেন। স্বয়ং তিনি যশঃ ও অর্থ উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণ অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহারই ইচ্ছানুসারে মণিও বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন এবং আদালতে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। ঠিক এমনি সময়েই তাঁহার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার পিতার স্বর্গলাভ হইল। মণিও গড়াচূড়া খুলিয়া মনোরমা পত্নী লতিকার সহিত ভাল করিয়া প্রেমালাপ করিবার সুযোগ পাইলেন।

লতিকা উঠিয়া যাইবার পরক্ষণেই ভৃত্যের সহিত একজন প্রিয়দর্শন যুবক আসিয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মণি আগন্তুকের দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন—কিন্তু না, কই ইহাকে কখন দেখিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না!

যুবক দুই দণ্ড মণির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সজোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

অধিকতর বিস্মিত হইয়া মণি প্রশ্ন করিলেন,—"আপনার আমার সঙ্গে কি দরকার?"

আগন্তুক বেদনার হাসি হাসিয়া বলিল,—"মণি, ভাই তুইও আমায় চিনতে পারলি না? আমার এই দুঃখের দিনে—"

চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া মণি আগন্তুকের দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়া বলিল,—"বীরেন!—কি আশ্চর্য্য! তুমি এতদিন পরে কোথা থেকে?"

আবার তেমনি বিষাদের হাসি হাসিয়া বীরেন বলিল—"চিনেছ তা হলে! আমি ত মনে করছিলুম হয় ত বা আবার নতুন করে পরিচয় দিতে হবে। কিন্তু তোমারই বা দোষ কি মণি, আজ ঠিক দশ বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা, না চেনবারই কথা!"

অপ্রস্তুত হইয়া মণি বলিলেন,—"বিলক্ষণ! ওকি? তুমি দাঁড়িয়েই রইলে যে! বোস!"

পার্শ্বের একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বীরেন বসিয়া পড়িল। মণি তাহার একখানা হাত আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া প্রীতি-পূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—"তার পর?"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বীরেন বলিল,—"অনেক কথা সে—প্রায় একখানা মহাভারত রচনা করা যায়। সব বলব ভাই—কিন্তু এখন না, পরে ; আগে একটু জিরুতে দাও!"

নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া মণি বলিল,—"তাই বোল'খণ। খাওয়া দাওয়া করে এসেছ ত ?"

তখন বেলা প্রায় চারিটা!

বিষাদের হাসি হাসিয়া বীরেন বলিল,—"কি ছাই খাব? সম্বল ত টেঁকে একটা কাণাকড়িও নেই!"

"কি আশ্চর্য্য! বল কি?"—তাহার পর পত্নীর নিকট সংবাদ পাঠাইবার জন্য ভৃত্যকে ডাকিলেন,—"দুখিয়া!"

"হুজুর!"—বলিয়া হিন্দুস্থানী ভৃত্য দুখিয়া আসিয়া প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মণি বন্ধুকে বলিলেন,—"এখন কিছু জলখাবারের জোগাড় করে দিক রাত্রেই একেবারে ভাত খাবে, কি বল ?"

বীরেন তাচ্ছিল্যভাবে বলিল,—"কোন আপত্তি নেই। আর তাড়াও নেইকো কিছু!"

মণি ভৃত্যকে বলিল,—"মায়িজীকে বাবুর জন্য শীগ্‌গির জলখাবারের জোগাড় করে দিতে বলগে।"

তাহার পর ভৃত্য চলিয়া গেলে বন্ধুর পার্শ্বে আসনখানা আনিয়া বসিয়া পড়িয়া মণি বলিলেন,—"আমার স্ত্রী লতিকাকে

তুমি দেখনি না? কি করেই বা দেখবে, মোটে ত তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে আমার!"

"সত্যি? কেমন দেখতে তিনি?"

"এই ভদ্দর ঘরের মেয়ের মত আর কি?"—আপনার পত্নীর খ্যাতিটা, মনে মনে খুব ইচ্ছা থাকিলেও বন্ধুর নিকট তিনি প্রচার করিতে পারিলেন না।

"বেশ, বেশ! শুনে ভারী সুখী হলাম। ভগবান করুন মনের মিলে সুখে থাক! মনের মিলটাই সব সুখের মূল!"

সাফল্যের হাসি হাসিয়া মণি বলিলেন,—"ভগবানের আশীর্ব্বাদে সে সুখে আমরা বিশেষ সুখী! স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন মনের মিল তুমি চট্ করে খুঁজে পাবে না—তা আমি বড় গলা করে বলতে পারি!"

"বটে! বড় আনন্দের কথা!"—বলিয়া বীরেন আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া মণি প্রশ্ন করিলেন,—"তুমি বুঝি এখনও বিয়ে-থা করনি?"

"করেছিলুম বই কি! সেইজন্যেই ত আজ আমার এমন দশা! ব্যস্ত হয়ো না, সব কথা আমি তোমায় শোনাব।"

এই সময় ভৃত্য দুখিয়া আসিয়া মণিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবুজীকো জাগা হিঁয়া হোগা কি ভিত্তরমে হোগা?"

"ভিতরে, ভিতরে। বাবুজী কি আমার পর যে বাইরে বসিয়ে খাইয়ে বিদেয় করব ?"

ভৃত্যের প্রস্থানের পর মণি বন্ধুকে প্রশ্ন করিল,—"অনেক দিন পরে ত এলে, এখন কিছু দিন এখানে থাকছ ত বীরেন ?"

"যতদিন না বেরো বলবে ততদিন নড়ছি না, তা দেখে নিয়ো তুমি !"—বলিয়া বীরেন ঈষৎ হাস্য করিল।

উচ্চহাস্য করিয়া মণি বলিল,—"কি ভয়ই দেখালে আমায় ? নড়ছি না ! কে তোমায় নড়তে বলছে ? প্রাচীন অশ্বত্থের মত শেকড় গেড়ে দাও না !"

"বেশ, দেখো তুমি, কাজে কথায় আমার এতটুকুও তফাৎ পাবে না।"

"ভাল দেখা যাবে। আমিও তাই চাই—এ জায়গাটায় একটা পরিচিত লোক নেই—এমন বিরক্তিকর এই একা দিন কাটানটা !"

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল বাবুর জলখাবার দেওয়া হইয়াছে।

মণি বীরেনকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দালানের উপর আসন পাঁতিয়া জলখাবার রাখিয়া লতিকা একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল। বন্ধুকে লইয়া মণি আসিবামাত্র সে সে-স্থান হইতে সরিয়া গেল।

থালার উপর সন্থ ভর্জ্জিত লুচি দেখিয়া অনাহারক্লিষ্ট বীরেনের রসনায় জল সরিতে লাগিল। মণি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে আসনে উপবেশন করিয়া ভোজনকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল। মণি নিকটে দাঁড়াইয়া বন্ধুকে আহার করাইতেছিলেন। বীরেনের পাতে লুচি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া মণি পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"লতি, খান কতক লুচি নিয়ে এস!"

পরক্ষণেই থামের অন্তরালে বলয়নিক্কণ শুনিতে পাওয়া গেল। ঠিকা পাচক তখনও আসে নাই, কাজেই লতিকাকেই স্বহস্তে লুচি আনিতে হইয়াছিল; কিন্তু অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে বাহির হইতে কেমন একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল।

মণি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"নিয়ে এস না লতি, বীরেন আমাদের ঘরের লোক, ওর সামনে লজ্জা করবার বিশেষ কিছু নেই।"

স্বামীর কথা শুনিয়া লতিকা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মস্তকে লুচি লইয়া বীরেনের পাতে দিল। বারেকের তরে মুখ তুলিয়া লতিকার দিকে চাহিতেই বীরেন বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। এত রূপ মানবীতে থাকিতে পারে?

[২]

মণি যখন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন সেই সময়ে বীরেনের সহিত তাঁহার প্রথম বন্ধুত্ব হয়। উভয়ে তখন কৈশোর সীমা পার হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিতে উদ্যত। প্রাণে তখনও সংসারের চিন্তা, জগতের কুটিলতার কলুষ প্রবেশ করে নাই; অন্তরে তখন অগাধ বিশ্বাস, বিপুল নির্ভরশীলতা। এমনি সময়ে দুইজন দুইজনকে বন্ধুরূপে বরণ করেন। মণি বরাবরই ভাল ছেলে ছিলেন; স্কুলের সকলেই তাঁহাকে মেধাবী বলিয়া প্রশংসা করিতেন। বীরেন কিন্তু তত ভাল ছিল না। মেধা তাহার যথেষ্ট থাকিলেও আলস্যই তাহার উন্নতির পথে একমাত্র অন্তরায় হইয়াছিল; তাহার উপর অভিমানটাই ছিল তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব! একমাত্র বন্ধুর সহায়তাতেই সে তাহার আলস্য কাটাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত। এমনি করিয়া উভয়ে বি-এ. ক্লাস অবধি পড়িলেন। মণি যেবার বি-এ. পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইলেন সেবারে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বীরেন পাশ হইতে পারিল না। বি-এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর মণি পিতার অভিলাষ মত ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন; সেই হইতে বীরেনের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়াই তিনি বীরেনের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পান নাই।

সমস্ত লুচিগুলার সদ্ব্যবহার করিয়া গভীর তৃপ্তির সহিত একটা উদ্গার ত্যাগ করিয়া বীরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। মণি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"ও কি, পেট ভরে খেলে না যে? লতি লুচি আনতে গেল আর তুমি উঠে পড়লে? এসে দেখলে কিন্তু সে ভারি দুঃখিত হবে।"

বিপুল পরিতৃপ্তির হাসি হাসিয়া বীরেন বলিল,—"তোমরা দু'জনে আমায় কি মনে করেছ বলত? এই সবশুদ্ধ ছ'বারে দেড়সের ময়দার লুচি সাঁটলুম, এখনও তোমরা বলতে চাও আমার পেট ভরেনি?"

"সত্যিই তোমার পেট ভরেনি, শুধু লজ্জার খাতিরে অমন করে উঠে পড়লে।"

"লজ্জা? মণি, তুমি আমায় আশ্চর্য্য করলে যে, লজ্জা বলে জিনিষটার সত্ত্বা কখনও আমাতে দেখেছ কি?"

ঠিক সেই সময়ে এক থাল গরম লুচি লইয়া লতিকা সেই

স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বীরেনকে উঠিয়া পড়িতে দেখিয়া সে বিস্মিতদৃষ্টিতে বলিয়া উঠিল,—"আপনি উঠে পড়লেন এর মধ্যেই? আমি যে আবার লুচি নিয়ে এলাম!"

"ক্ষমা করবেন, পেটে আমার তিল রাখবারও জায়গা নেই।"

"বেশ লোক কিন্তু!" বলিয়া সে ক্ষুণ্নমনে লুচির থালা লইয়া চলিয়া গেল।

"সুন্দর মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিলে কি সুন্দর দেখায় মুখখানি!"—মনে মনে এই কথাটা চিন্তা করিতে করিতে বীরেন হাত মুখ ধুইয়া লইল। গামছায় হাত মুছিয়া মণির সহিত সদরে যাইতে উদ্যত হইবামাত্র মণির শিশুপুত্র ছুটিয়া আসিয়া মণিকে জড়াইয়া ধরিয়া শিশুসুলভ কোমলকণ্ঠে ডাকিল,—"বাবা!"

মণির পিছনেই ছিল বীরেন। ত্বরিতহস্তে সে বালককে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল,—"ভারি চমৎকার ছেলেটা ত হে তোমার!"

ঈষৎ হাসিয়া উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মণি বলিলেন,—"দেনেওয়ালা খোদা।"

বীরেন সহাস্যে বলিল,—"তা বুঝি! সত্যি ভাই তোর সৌভাগ্যে আমার হিংসে হয়। বাপের অগাধ পয়সা—হ্যাঁ ভাল কথা তোমার বাবা এখন কোথায় হে?"

বিষাদমাখা কণ্ঠে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মণি বলি-লেন,—“স্বর্গে !”

“বটে ! তা ত আমি জানতুম না !”

“কি করেই বা জানবে, তুমি নিজেই যে ছিলে কোথায় দুনিয়ার লোক ত তা জানে না।”

“আমি ছিলুম বর্ম্মায়।”

“বর্ম্মায় ? কি সর্ব্বনাশ ! একেবারে মগের মুলুকে ?”

“হ্যাঁ, সব কথাই তোমায় বলছি, চল।”

সদরের ঘরে আসিয়া উপবেশন করিয়া বীরেন মণির পুত্র কিরণকে ক্রোড়ে বসাইয়া প্রশ্ন করিল,—“তোমার নাম কি ?”

নূতন লোক দেখিয়া কিরণ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। এইবার কথা কহিবার অবসর পাইয়া সে আর কোনমতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না,—বীরেনের প্রশ্নের উত্তরে বলিল,—“আমাল নাম কিলণ।”

“কিরণ ! বাঃ বেশ নামটী ত ?”

মণি বীরেনের কাহিনী শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; কিরণকে বলিলেন,—“খোকা, তোমার মার কাছ থেকে পান নিয়ে এস ত।”

পান টেবিলের উপর যথেষ্ট পরিমাণ মজুত ছিল। কাজেই বীরেন কিরণকে ছাড়িতে চাহিল না। অগত্যা মণি হাল

ছাড়িয়া দিলেন। বীরেন কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই বালকের সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল। তাহাকে কবে বেড়াইতে লইয়া যাইবে—বেড়াইতে যাইবার সময় কি কি তাহাকে কিনিয়া দিবে ইত্যাদি নানা কথায় বালককে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। বালক এতগুলা আশার কথা শুনিয়া কোনমতেই আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; মাতাকে তাহার ভাবী লাভের কথা না জানাইয়া সে কোনমতেই স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। বীরেনের ক্রোড় হইতে অতি কষ্টে আপনাকে মুক্ত করিয়া সে নামিয়া পড়িয়া মায়ের নিকট গমনোদ্যত হইয়া বলিল,—"মাকে বলিগে—" সহসা তাহার মনে পড়িল,—যে লোকটা তাহার জন্ম এত করিবে বলিয়া আশা দিল সে যে কে তাহা ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই! কথাটা মনে পড়িতেই উদ্যত চরণ তাহার থামিয়া গেল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে বীরেনকে প্রশ্ন করিল,—"তুমি কে?"

মণি বীরেনকে উত্তর দিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি দিয়া বলিলেন,—"কাকাবাবু হন উনি!"

"মাকে বলিগে কাকাবাবু আমায় বে—" বলিতে বলিতে তাহার ক্ষুদ্র চরণ যত দ্রুত যাইতে পারে ততটা ক্ষিপ্রতার সহিত সে অন্তঃপুরের পথে ধাবিত হইল। শেষের কথাগুলা আর শোনা গেল না।

কিরণ চলিয়া গেলে মণি একটা নিশ্চিন্ততার শ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"তারপর বীরেন, তোমার ব্যাপারটা কি বল ত ?"

সহসা বীরেনের মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল,—"ব্যাপার অনেক, বলছি শোন।"

বীরেন যাহা বলিল তাহা এই ঃ—

বি-এ ফেল হইবার পর লেখা পড়া করিবার আমার আর এতটুকু ইচ্ছা রহিল না ; তাহার উপর তুমি বিলাত চলিয়া গেলে আমায় জোর করিয়া পড়িতে বসাইবার আর কেহই রহিল না। বদ্যিনাথদের বাড়ী পাশা খেলিয়া আমার দিনগুলা বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। এমন করিয়া কিন্তু অধিক দিন কাটিল না, সংসারের একমাত্র বন্ধন আমার পিতা সহসা তিনটী দিনের জ্বরে প্রাণত্যাগ করিলেন। চক্ষে আমি অন্ধকার দেখিলাম, দিন গুজরাণ হইবে কি করিয়া ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না। পিতার ৬০৲ টাকা বেতনেই আমাদের দিন গুজরাণ হইত; তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে আয় বন্ধ হইয়া গেল। সম্বলের মধ্যে কলিকাতায় আমাদের সেই ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটীখানি। সহসা একটী লোকের সহিত আলাপ হইল। কথায় কথায় জানিতে পারিলাম, বর্ম্মায় গিয়া চালের ব্যবসা করিতে পারিলে অল্পদিনেই ধনবান হওয়া যায়। কিন্তু মূলধন কই ! কি লইয়া ব্যবসা করিব ? সহসা মাথায় দুর্ম্মতি

আসিল, 'বসতবাটীখানা বিক্রয় করিলে ক্ষতি কি? তুমি আমায় ভালই জান; একবার যে কাজটা লাভজনক বলিয়া মনে করি সহস্র ক্ষতির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাহাতে আমি কোনদিনই পিছপাও হই না। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। কয়েকজন বন্ধু বান্ধব আমায় বসতবাটী বিক্রয় করিতে নিষেধ করিল—কিন্তু আমি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলাম না। বাটীখানা বিক্রয় করিয়া সর্ব্বসমেত সাড়ে ছয় হাজার টাকা পাইয়াছিলাম।

এই টাকা লইয়া আমি বর্ম্মায় গিয়া কাজ আরম্ভ করিলাম। একজন বিশেষজ্ঞ মগকে আমার সহকারীর পদে নিযুক্ত করিলাম। লোকটা বেশ বিশ্বাসী এবং এসব বিষয়ে বুঝিতও ভাল। সুতরাং তাহার সাহায্যে ব্যবসায় যে আমার বিলক্ষণ উন্নতি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

হাতে পয়সা হইলে লোকের একটু স্ফূর্ত্তি করিবার অভিলাষ স্বতঃই প্রাণে মাথা তুলিয়া উঠে। ব্যবসায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমারও প্রাণে যে এই ভাবটা জাগিয়া উঠিবে তাহা স্বাভাবিক। ব্রহ্মদেশে সুন্দরীর অভাব নাই। সন্ধ্যার সময় বাহির হইলে পথের ধারে মণিহারীর দোকান সাজাইয়া বিবাহোপযোগী ব্রহ্ম কুমারীরা সারি সারি বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এমনি একটা দোকানে গিয়া আমি আমার জীবন-সঙ্গিনী

বাছিয়া লইলাম। তাহার নাম মাংপু। মাংপুকে আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। দিনের পর দিন আমি শুধু সন্ধ্যার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতাম—কখন সন্ধ্যা হইবে, মাংপু দোকান খুলিবে সেই কথা চিন্তা করিয়াই আমি দিন কাটাইয়া দিতাম। আমার সহকারী মগটাই আমার দোকানের সমস্ত কাজ কর্ম্ম দেখিত। লোকটা আমার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিত।

এমনি করিয়া দুই মাস কাটিবার পর একদিন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। মাংপুকে আমি জীবন-সঙ্গিনীরূপে পাইলাম। মাংপুর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপদকেও আমি জীবন-সঙ্গী করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম—সে মাংপুর পাণিপ্রার্থী একটী মগ। মাংপু যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমাকেই পক্ষপাতীত্ব দেখাইল তখন হইতে লোকটা জাতক্রোধ হইয়া উঠিয়াছিল। মাংপুর দোকানেই সে একদিন আমায় শাসাইয়া গিয়াছিল,—'আমায় যেমন মাংপু থেকে বঞ্চিত করলে তার প্রতিশোধ একদিন পাবেই পাবে।' কথাটা তখন আমি হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলাম। তাহার কারণ মাংপুকে তখন আমি প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম—সেইজন্যই কোন বিপদকেই আমি তখন গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নাই।

আমাদের বিবাহের পর তিনটী মাস বড় সুখেই কাটিয়া গেল। আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া মগটার কথা প্রায়

ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। একদিন রাত্রে দোকান হইতে ফিরিতেছিলাম, পথ প্রায় নির্জ্জন, আপনার মনে মাংপুর কথা ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতেছিলাম। আমার বাসায় পৌঁছিতে হইলে একটা গলিপথে যাইতে হয়; ঠিক গলির মুখে আসিবামাত্র পশ্চাতে কাহার সাবধান পদের মৃদু শব্দ শুনিতে পাইলাম। সহসা ফিরিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইলাম, উদ্যত ছুরিকা হস্তে সেই মগটা প্রায় আমার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। আর এক মুহূর্ত্ত ফিরিতে বিলম্ব হইলেই তাহার তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমার দেহের উষ্ণ শোণিত পান করিত। আমি চকিতে দুই পদ সরিয়া গেলাম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে লোকটা বেড়াল যেমন করিয়া ইঁদুরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে তেমনি করিয়া আমায় লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সহসা আমি পিছাইয়া আসায় লোকটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। চকিতে আমি তাহাকে চাপিয়া ধরিলাম। সর্ব্বপ্রথম তাহার হাত হইতে ছুরিখানা কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। তাহার পর তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া দুই হাতে তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলিলাম। বেগতিক দেখিয়া লোকটা ক্ষমা চাহিল; জীবনে আর কোনদিন আমার বিরুদ্ধে হাত তুলিবে না শপথ করায় সেবারের মত আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম।

বাড়ী আসিয়া মাংপুকে সকল কথা বলিলে সে বিশেষ ভীত

হইল। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও আমি তাহার এতটা ভীত হইবার কোন কারণ জানিতে পারিলাম না।

তাহার পর কয়েক দিন কাটিয়া গেল ; আমি আর সে লোকটাকে দেখিলাম না। সহসা একদিন রাত্রে বাটী আসিয়া মাংপুর নিকট শুনিলাম লোকটা সেদিন সন্ধ্যার সময় আমার বাসার নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মাংপু তাহাকে বিশেষ ভয় করে দেখিয়া আমি অতঃপর সন্ধ্যার সময়ই বাসায় ফিরিতে লাগিলাম।

সেদিন গস্তে যাইবার পূর্ব্বদিন। সহকারীকে ঘরে যাহা কিছু টাকা কড়ি ছিল সমস্তগুলি বুঝিয়া পড়িয়া দিয়া পরদিন তাহাকে কোথায় কোথায় গিয়া কি কি করিতে হইবে সমস্ত উপদেশ দিয়া ফিরিয়া আসিতে রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়া গেল। বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে কিন্তু সমস্ত বাড়ীটা যেন পোড় বাড়ীর মত নিস্তব্ধ। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ভৃত্যের নাম ধরিয়া ডাকিলাম কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না।

বরাবর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মাংপুকে ডাকিয়া সারা বাড়ীটায় একটাও আলো দেওয়া হয় নাই কেন জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু এবারেও কেহ আমার কথার উত্তর দিল না। ব্যাপার কি বুঝিতে পারিলাম না। একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে

সমস্ত প্রাণ ভরিয়া গেল। তাড়াতাড়ি শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিতে করিতে যেস্থানে আলো থাকিত সেইদিকে অগ্রসর হইবামাত্র সহসা কি একটা কিসে আমার পা বাধিয়া আমি পড়িয়া গেলাম। মেঝের উপর কি একটা জলীয় পদার্থ পড়িয়াছিল, আমার হাত দুইখানা তাহাতে ভিজিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমি দেশলাই জ্বালিয়া বাতি ধরাইলাম। সহসা আমার সিক্ত হস্তের উপর দৃষ্টি পড়িতেই শিহরিয়া উঠিলাম—রক্ত! কি সর্ব্বনাশ! রক্ত আসিল কোথা হইতে? পিছনে ফিরিতেই দেখিতে পাইলাম আমার প্রিয়তমা মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে; আর তাহার চারিদিকের মেঝে রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে!

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ছুটিয়া আমি তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিয়া পড়িলাম,—"মাংপু!—আমার মাংপু!"—বলিয়া সস্নেহে তাহার একখানা হাত আমি দুই হাতে চাপিয়া ধরিলাম।

হা ভগবান! মাংপুর দেহ যে তুষার-শীতল! কোন্ পিশাচ এমন ননীর পুত্তলীকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল! মাংপুর বুকের উপর দৃষ্টি পড়িতেই দেখিতে পাইলাম তাহার যৌবন-উন্নত বক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে একখানা ছোরা আমূলবিদ্ধ হইয়া

রহিয়াছে। উন্মাদের মত আমি সেখানা তাহার বুক হইতে টানিয়া তুলিলাম।

ছোরাখানা চিনিতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সেদিন মগটার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া যে ছোরাখানা দূরে ফেলিয়া দিয়াছিলাম এ সেই ছোরা!—তবে এ সেই মগটারই কাজ!

কথাটা বুঝিবামাত্র আমি ক্রোধে দুঃখে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম;—উদ্দেশ্য মগটাকে খুঁজিয়া বাহির করিব। কিন্তু তখন আমার সহজ জ্ঞান মোটেই ছিল না—আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে মাংপুর বক্ষপ্রোথিত ছোরাখানা তখনও আমি রক্তমাখা হাতে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রহিয়াছি। পথে বাহির হইবার অল্পক্ষণ পরেই পুলিশ আমায় হত্যাকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করিল।

আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার কোন উপায় ছিল না; তাহার উপর শোকে দুঃখে আমি এমনি মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলাম, যে নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার কোন অভিলাষও আমার মনে জাগে নাই। হত্যা অপরাধে আমার প্রাণদণ্ড হওয়াই স্বাভাবিক—অল্পদিনের মধ্যেই যে পরলোকে আবার মাংপুর সহিত মিলিত হইতে পারিব এই কথা ভাবিয়াই আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম।

বিধাতা কিন্তু মরণেও বাদ সাধিলেন। সহসা একদিন কারারক্ষী আসিয়া আমার মুক্তির বার্ত্তা ঘোষণা করিল। প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম একটা মগ স্বেচ্ছায় আসিয়া মাংপুকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করায় আমি মুক্তি পাইলাম। হা ভগবান!—অভাগার মরিবারও অধিকার নাই?

জেল হইতে বাহির হইয়া সরাসর বাসার দিকে গেলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া দেখি বাড়ীওয়ালা সেখানে নূতন ভাড়াটিয়া বসাইয়াছে। আমার জিনিষপত্র সব পুলিশের নিকট আছে।

বিরক্ত চিত্তে আমি দোকানে গেলাম। গিয়া দেখি দোকান বন্ধ। পার্শ্বের দোকানে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম গচ্ছের টাকা লইয়া আমার সহকারী কোথায় পলায়ন করিয়াছে। মহাজনেরা পাওনা টাকা উস্থল করিবার জন্য দোকান নিলাম করিয়া লইয়াছে।

মাথায় হাত দিয়া আমি পথের মাঝে বসিয়া পড়িলাম। ভগবান! এমনি করিয়া কি সকল দিক হইতে একটা প্রাণীকে টিপিয়া মারিতে হয়?

সহৃদয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। তাঁহাদেরই একজন দয়া করিয়া সেদিনের মত আহার দিলেন। বৈকালে আমি পুলিশে গিয়া জিনিষ পত্রের অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু বিশেষ কিছুই পাইলাম না। বাক্স পেঁটরা যাহা দুই একটা ছিল এবং ব্যবহার্য্য

কয়েকখানা কাপড় চোপড় ও বাসন যাহা পাইলাম, সেগুলা বিক্রয় করিয়া সর্ব্বসমেত ২৫৲ টাকা পাইলাম। আমার মূলধন ৬৫০০৲ টাকার মধ্যে মাত্র ২৫৲ টাকা সম্বল লইয়া আবার বাঙ্গলার পথে যাত্রা করিলাম। তাহার পর রাহা খরচ ও খাই খরচ করিয়া আজ একেবারেই রিক্তহস্তে তোমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

বীরেন নীরব হইল। পুরাতন দুঃখের স্মৃতিগুলা তাহার হৃদয় মন্থন করিয়া অশ্রু উদ্‌গার করিতেছিল। বন্ধুর বিষাদ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে মণিরও উভয় চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

বাহিরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া মণি বলিল,—"চল বীরেন ভেতরে যাই, লতি একা রয়েছে!"

[৩]

লতিকার ও মণির সাহচর্য্যে বীরেনের দিনগুলা বেশ নির্ব্বিরোধেই কাটিয়া যাইতেছিল। মণির পুত্র কিরণ তাহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর প্রত্যহ ছাদের উপর মজলিস বসিত, মণি সকল দিন নিয়মিতভাবে এই মজলিসে যোগদান করিতে পারিতেন না। বীরেন আসিবার পর হইতে তাঁহার এইরূপ বিলম্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; তাহার কারণ বীরেন আসিবার পূর্ব্বে লতিকার স্বামী ব্যতীত অন্য কোন সঙ্গী ছিল না, সেইজন্যই বাহিরের শত কাজ পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে সন্ধ্যার পরই অন্দরে আসিতে হইত। এখন বীরেন আসায় পত্নীর সঙ্গীর অভাব মোচন হইয়াছে বুঝিয়া মণি বাহিরের কতকটা কাজ সমাপ্ত করিয়া তবে অন্দরে আসিতেন।

বীরেন এই কয়েকদিনেই লতিকার চরিত্র সম্যক্ উপলব্ধি

করিয়া লইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল লতিকা সুন্দরী—স্নেহময়ী, পতিপ্রেমে আত্মহারা—সুতরাং অভিমানিনী।

সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিলে স্বভাবতঃই ঠিক সেই পরিমাণেই মানুষ প্রণয়ীর নিকট হইতে প্রতিদান প্রত্যাশা করিয়া থাকে ;—ঠিক প্রত্যাশা না বলিয়া এটাকে কতকটা দাবী বলা যায়। এই দাবী ঠিক নিক্তির ওজনে পূরণ না হইলে তাহার অভিমানের সীমা থাকে না,—ইহাই প্রেম-জগতের চিরন্তন বিশেষত্ব। সুতরাং লতিও যে ঠিক এই নিয়মটা মানিয়া চলিবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

বীরেন বিদেশে ঘুরিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বেশ মনুষ্যচরিত্র অনুধাবন করিতে শিখিয়াছিল। কি প্রকৃতির লোকের নিকট কখন কোন্ কথা বলিলে তাহার প্রিয় হওয়া যায় সে তাহা ভালই বুঝিত এবং সেটা বুঝিত বলিয়াই লতিকার সহিত আলাপ করিবার সময় সে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিত,—যাহাতে কোনমতে সে তাহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া না ফেলে এইটাই ছিল তাহার প্রধান লক্ষ্য।

লতিকার বয়স অল্প। সংসার সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাই তাহার তখনও জন্মে নাই। মনটী ছিল তাহার স্নেহ-ঢলঢল ও সারল্যময়। সকল জিনিষের সেইজন্য উজ্জ্বল দিকটাই শুধু তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সকল জিনিষেরই

যে একটা মন্দ দিক আছে—অমা ও পৌর্ণমাসী লইয়াই যে জগৎ, এ চিরন্তন সত্যটা কোনদিন তাহার অন্তরে জাগে নাই।

বীরেনের ব্রহ্মদেশের প্রবাস-কাহিনী শুনিয়া অবধি তাহার দুঃখে লতিকা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। সহানুভূতিতে তাহার স্নেহকোমল প্রাণখানি অশ্রু-সজল হইয়াছিল। বেচারার দুঃখের দিনের জ্বালাময় স্মৃতিগুলা যদি তাহার হাস্যচটুল সরল সাহচর্য্যে মন হইতে মুছিয়া যায় এইজন্য সে বিশেষ চেষ্টান্বিত ছিল। ভাইকে স্নেহময়ী ভগ্নী যেমন করিয়া স্নেহ ও বিশ্বাসের মধুর প্রলেপ দিয়া আবৃত করিয়া রাখে লতিকাও সেই ভাবে বীরেনের কষ্টের স্মৃতিগুলার উপর প্রলেপ দিতে চেষ্টা করিতেছিল।

লতিকার নিকট উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইয়া বীরেন ক্রমে মণির বাড়ীটা ঠিক আপনার বাড়ীর মতই করিয়া লইয়াছিল। মণির কোন একটু ক্ষুদ্র অপরাধ হইলেও সে সেটা মার্জ্জনা না করিয়া তাহার জন্য তাঁহাকে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিত।

এমনি যখন মণির সংসারের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে সেই সময় একদিন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে ক্ষণেকের জন্য বন্ধু-বৎসল মণিও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বীরেনের এ স্বাধীনতায় স্বামী-স্ত্রী কেহই কোন দোষ ধরিতেন না, তাহার কারণ উভয়েই

উভয়কে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতেন—উভয়ের উপর উভয়ের প্রগাঢ় বিশ্বাসও ছিল!

সেদিন মণির সান্ধ্যভ্রমণ সারিয়া ফিরিতে বেশ একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। বহির্গমনোপযোগী পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া তিনি যখন সান্ধ্য-মজলিসে আসিয়া যোগ দিলেন তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা।

কিরণ অদূরে শুইয়া ঘুমাইতেছিল। বীরেন কালিদাসের শকুন্তলাখানার টীকা করিয়া লতিকাকে শুনাইতেছিল। মণি নিঃশব্দে আসিয়া উভয়ের নিকট আসন গ্রহণ করিয়া পাখাখানা তুলিয়া লইতেই লতিকা প্রশ্ন করিল,—"আজ তোমার বেড়িয়ে ফিরতে এত দেরী হল যে?"

সত্য কথা বলিতে হইলে আজ সে স্বামীর এই অযথা বিলম্ব দেখিয়া মনে মনে বড়ই চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছিল। শকুন্তলা ও রাজার প্রণয়-কাহিনী শুনিতে শুনিতে স্বতঃই তাহার প্রাণে বাঞ্ছিতের সাহচর্য্য-বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

"আজ প্রীতির সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হয়েছিল। তার সঙ্গে কথা কইতে কইতেই দেরী হয়ে গেল।"

বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বীরেন শুষ্ক নীরস কণ্ঠে বলিল—"ঘরে যার এমন প্রেমময়ী পত্নী তার এত রাত্রি অবধি বাইরে কোন রমণীর সঙ্গে আলাপ করে কাটান শোভা পায় না।"

ঠিক ক্ষতের উপর সজোরে চাবুক মারিলে সেটা যেমন কাটিয়া দেহের মধ্যে বসিয়া যায়, বীরেনের এই কথা কয়টা মণির অন্তরে সেইরূপই আঘাত দিল। মুহূর্ত্তে তাঁহার সমস্ত মুখখানা লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। মানুষের মন যে এত নীচ—সঙ্কীর্ণ হইতে পারে তাহা তিনি কোনদিন মনে করেন নাই, সেইজন্যই বীরেনের চরিত্রের এই অংশটা দেখিয়া তিনি ক্রোধে ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে হইল এমন ঘৃণ্য যাহার মন, তাহাকে আপনার স্ত্রীর সহিত এরূপ অবারিতভাবে মিশিতে দেওয়া ত উচিতই নহে, বরং এই মুহূর্ত্তেই গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া উচিত।

পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু তিনি মনের এই ভাবটা দমন করিয়া ফেলিয়া শান্তস্বরে কহিলেন,—"বীরেন, তোমার মনটা যে এতদূর সন্দিগ্ধ হয়েছে তা আমি জানতাম না। প্রীতির সঙ্গে আজ আমার নতুন করে আলাপ নয়—লতিকে বিয়ে করবার অনেক আগে থেকেই তার বাপ ধ্রুববাবুর সঙ্গে আমার বাবার বিশেষ আলাপ—সেই সূত্রেই তাঁদের বাড়ী যাওয়া আসা। ধ্রুব বাবুকে আমি কাকা বলি, প্রীতি আমার বোনের মতই স্নেহের সামগ্রী।"

জোঁকের মুখে নুন পড়িলে সে যেমন গুটাইয়া এতটুকু হইয়া যায় মণির উত্তর শুনিয়া বীরেনের অবস্থাও কতকটা সেইরূপ

হইল। কুণ্ঠিতস্বরে সে বলিল,—"আমায় মাপ কর ভাই, কথাটা আমার ঠিক ওভাবে বলা উদ্দেশ্য ছিল না। আমি বলতে চাচ্ছিলুম, লতিকা ঠাকুরণ তোমার অদর্শনে যে রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, তাতে এমন প্রেমময়ী পত্নীর স্বামী হয়ে তোমার এতক্ষণ বাইরে কাটান ভাল হয় নি।"

লতিকা যে আজ স্বামীর জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল ধূর্ত্ত বীরেন তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, কাজেই কথাটা খুব সহজেই ফিরাইয়া লইল। লতিকা, আপনার দুর্ব্বলতার কথা আর একজন জানিতে পারিয়াছে বুঝিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। তাহার এ পরিবর্ত্তনটুকু মণির দৃষ্টি এড়াইল না—সুতরাং বীরেনের কথাটার মধ্যে যে কতকটা সত্যও নিহিত আছে তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

কথাটা বুঝিয়াও মণি বিস্মিত হইল না; তাহার কারণ লতিকা যে তাঁহাকে কতটা ভালবাসে, মুহূর্ত্তের অদর্শনে যে কতটা চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সেই জন্যই বীরেনের কথাটা শুনিয়া তিনি বিস্মিত না হইয়া বরং পুলকিতই হইলেন। স্নিগ্ধ প্রণয়াবেগে তাঁহার প্রাণ শীতল হইয়া গেল। স্মিতহাস্যে লতিকার আনত মুখখানির দিকে চাহিয়া পাখার বাতাস খাইতে খাইতে প্রশ্ন করিলেন,—"কেন লতি?"

কেন?…হা রে কঠিন পুরুষ! কি করিয়া বোঝাইবে

তোমায়, কেন ? কেমন করিয়া ?—ভাষা নাই—ওগো ভাষা নাই এমন, যাহাতে অন্তরের আবরণ খুলিয়া সমস্ত কথা বলিতে পারা যায় ! আবার যদি বা ভাষা মেলে তবে কণ্ঠের গণ্ডি পার হইয়া কেমন করিয়া সেটা মুখ ফুটিয়া বলিবে ?—বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটিয়া বলিবার উপায় কৈ ?—এইজন্যই যে তাহারা অবলা !

লতিকা আনত মস্তক আরও নত করিয়া নীরবে কিয়ৎক্ষণ অবধি বসিয়া রহিল, তাহার পর অস্ফুটস্বরে কি একটা বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। লণ্ঠনের আলোকে মণি দেখিতে পাইলেন, ফুটন্ত গোলাপের মত তাহার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে ! দুই মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া লতিকা বলিল,—"ন'টা বাজে, তোমাদের খাবার জোগাড় হল কিনা দেখিগে।"—বলিয়া মরালগমনে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

লতিকা চলিয়া যাইবার পর দুই মুহূর্ত্ত নীরবে কাটিয়া গেল ;—উভয় বন্ধুর মধ্যে কেহই কোন কথা কহিল না। তাহার পর গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বীরেন বলিল,—"মণি, আমার উপর রাগ করলে ভাই ?"

"না ঠিক রাগ নয়, তবে তোমার অনুমানের বহরটা দেখে বিশেষ বিস্মিত হয়েছিলুম বটে।"

"যদি আমার ওপর বিরক্ত হয়ে থাক তবে মাপ কর ভাই।

আমি কোন অসৎ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়ে এ কথা বলিনি। লতিকা ঠাকরুণ তোমায় যে রকম ভালবাসেন তাতে তোমার যে অন্য কোথাও মন বাঁধা পড়বে এ চিন্তাটাও আমার কেমন অসহ্য মনে হয়। বোধ হয় নিজে আমি মাংপুকে হারিয়েছি বলেই প্রকৃত ভালবাসার মূল্য বুঝতে পেরেছি। আর তা ছাড়া প্রীতি যে কে, কি তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক তা ত আমি কিছুই জানতুম না কি না!"

বন্ধুর সৎ উদ্দেশ্যের কথা বুঝিতে পারিয়া মণির মনের বিরাগ ও বিরক্তি শরতের মেঘের মতই অদৃশ্য হইয়া গেল। বন্ধুকে অভয় দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—"না বীরেন, তোমার ওপর আমি রাগও করিনি, বিরক্তও হইনি তা তুমি ঠিক জেনো।"

আবার উভয়ের মধ্যে নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে পাখাটা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মণি বলিলেন,— "চল খেতে যাওয়া যাক; লতি হয়ত সব দিয়ে টিয়ে আমাদের জন্যে হাঁ করে বসে আছে।"

[৪]

"প্রীতি, মা আমার, শুধু তোর জন্যেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে অবধি পারছি না।"

প্রীতির টানা টানা কৃষ্ণচক্ষুদ্বয় অশ্রু ছল ছল করিতে লাগিল! অনুযোগের স্বরে বলিল,—"বাবা!—"

স্বর তাহার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, ধ্রুববাবুর কর্ণে তাহা এড়াইল না। স্নেহমাখা কণ্ঠে বলিলেন,—"কাঁদিসনি মা! লোকের মা বাপ ত চিরকাল নয়—একদিন ত সকলকেই মা বাপ হারাতে হবে, তবে আর এতে দুঃখ কি?—শুধু এই অশান্তি যে, তোর একটা গতি করে যেতে পারলুম না!"—বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। তাহার পর খোলা জানালার ভিতর দিয়া শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল।

ধ্রুববাবু ছিলেন জজ কোর্টের মুন্সেফ। কলিকাতায় তাঁহার আদি বাস না হইলেও আজ প্রায় দশ বৎসর যাবৎ তিনি কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার একখানি বাটী ছিল এবং ব্যাঙ্কে ছিল রাশিখানেক টাকা। সংসারে তাঁহার পোষ্যের মধ্যে মাত্র কন্যা প্রীতি ও স্বয়ং। পত্নী তাঁহার আজ প্রায় বারো বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছিলেন। কচি মেয়েটার মুখ চাহিয়া এবং প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতিটুকু বুকে ধরিয়া তিনি মা-হারা চারি বৎসরের কন্যার লালনপালন ভার স্বহস্তেই গ্রহণ করেন এবং তাহারই শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য জিদ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন। বয়স তখন তাঁহার ৪৮ বৎসরের কাছাকাছি। তাহার পর আরও দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসরে পিতার চেষ্টা ও যত্নে প্রীতি ইংরাজি ও বাংলা বেশ ভাল করিয়াই শিখিয়াছিল। পিতার ইচ্ছানুসারে সে হিন্দুরমণী-সুলভ অবরোধ ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা গ্রহণে অভ্যস্তা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা বলিয়া হিন্দুললনার অলঙ্কার সরম-সঙ্কোচের মাথা খাইতে পারে নাই।

কয়েক বৎসর হইতে ধ্রুববাবুর ক্ষয়রোগ শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রথমটা তিনি সেটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নাই কিন্তু সময় গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধিটা ক্রমে এমনই

আকার ধারণ করিল যে, আর চিকিৎসা না করাইয়া তিনি মুক্তির উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

যতদিন দেহে ব্যাধির প্রকোপ ভালরূপ প্রবেশ করে নাই ততদিন তিনি প্রীতির ভবিষ্যৎ একদিনের জন্যও ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু ব্যাধি যখন করালবদন ব্যাদান করিয়া তাঁহার মানসচক্ষুর সম্মুখে মৃত্যুর বিভীষিকা ফুটাইয়া তুলিল তখন তিনি সর্ব্বপ্রথম প্রীতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেখিলেন। তাঁহার সেইদিন সর্ব্বপ্রথম মনে হইল—"কি করিয়াছি? এ আমি কি করিয়াছি? কেন এতদিন অন্ধের মত চোখ বুজিয়া বসিয়াছিলাম?"

বসন্তাগমে নব-মঞ্জুরীত মাধবীলতার মত প্রীতির কমনীয় অঙ্গে রূপের জ্যোতি ঢেউ খেলিয়া ফিরিতেছিল—বৃদ্ধ, স্নেহকাতর পিতার চক্ষে এ পরিবর্ত্তনটা সেইদিনই প্রথম ধরা পড়িল। এতদিন তিনি প্রীতিকে সেই কিশোরী বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছেন, আজ মরণের বিষাণ শুনিবার পর প্রীতির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে আর কিশোরী নহে—যুবতী! হঠাৎ একদিন ফুরফুরে বাতাস ও কোকিলের কুহুস্বর যেমন করিয়া জগতবাসীকে জানাইয়া দেয় যে বসন্ত আজি জাগ্রত হইয়া তোমাদের দ্বারে সমাগত, তেমনি অকস্মাৎ ধ্রুববাবু আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন যে কন্যা তাঁহার কৈশোরের সীমা পার হইয়া

যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছে। কথাটা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার রুগ্নদেহ চিন্তাভারে আরও রুগ্ন হইয়া উঠিল। যতই দিন কাটিতে লাগিল প্রীতির কথা ভাবিয়া তিনি ততই অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। পাত্র—পাত্র আবশ্যক!

নিষ্ঠুর অদৃষ্ট-দেবতা অলক্ষ্যে বসিয়া হাসিলেন। পাত্র বলিলেই ত পাত্র মিলে না! একবার মণির কথাটা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল, তখন তিনি জানিতেন না যে মণির বিবাহের সমস্ত কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং মণির পিতার নিকট কথাটা পাড়িয়া তিনি ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া শুধু ফিরিয়াই আসি-লেন—কাজের কাজ কিছুই হইল না!

তাহার পর চিকিৎসা ও বায়ুপরিবর্ত্তনের অবসরে যেটুকু সময় মিলিল তাহা তিনি সর্ব্বাংশে প্রীতির পাত্রানুসন্ধানে নিয়োগ করিয়াও বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না। শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া তিনি অদৃষ্ট-স্রোতেই গা ভাসাইয়া দিলেন। জন্ম—মৃত্যু—বিবাহে অদৃষ্ট ছাড়া পথ কই?

এবার মধুপুরে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে আসিয়া ধ্রুববাবুর অবস্থা অধিকতর খারাপ হইয়া আসিয়াছিল। মরণ যে আসন্ন তাহা প্রীতি ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও তিনি তাহা প্রাণে প্রাণে ভালই বুঝিয়াছিলেন;—এবং সেটা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই আজ এতটা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি

আপনার অবস্থা অনুভব করিয়া কলিকাতায় ফিরিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার কারণ এই বিদেশে যদি আজ তাঁহার একটা ভাল মন্দ কিছু হয় তবে কে তাঁহার স্নেহের প্রীতিকে দেখিবে? কে তাঁহার এই অতি বড় বিপদে সাহায্য করিবে? এখানে যে তাঁহার পরিচিত একটা প্রাণীও নাই!

ডাক্তার কিন্তু তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে সাহস পাইলেন না। সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"এ অবস্থায় আপনার উঠে বসা উচিত নয়, কোলকাতা যেতে দেব কি করে?"

বাধা দিয়া ধ্রুববাবু বলিলেন,—"কিন্তু ভেবে দেখছ না তুমি যে, যদি হঠাৎ আমার একটা কিছু হয় তবে একা প্রীতি সব দিক দেখবে শুনবে কেমন করে?"

ডাক্তার কিন্তু তথাপি সম্মত হইতে পারিলেন না। শুধু মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"কি করবেন বলুন, আপনাদের অদৃষ্ট!"

"তাত সবই বুঝি ডাক্তার, তবু কি জান—"

কিন্তু ঐ কি জানর পর ধ্রুববাবুর কথাটাও শেষ হইল না আর ডাক্তারও তাহার কোন উত্তর দিলেন না। অসম্পূর্ণ প্রশ্নের উত্তর নিরুত্তরই রহিয়া গেল, ডাক্তারের মতেই কাজ চলিতে লাগিল।

আজ তাঁহার অবস্থা আরও যেন একটু খারাপ হইয়া আসিয়া-

ছিল। অস্তায়মান দিবালোকের দিকে চাহিয়া তিনি এই সব কথাই চিন্তা করিতেছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে কাটিয়া যাইবার পর প্রীতি প্রশ্ন করিল,—"বাবা, কি ভাবছ ?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধ্রুববাবু বলিলেন,—"কি আর ভাব্ব মা ?"—মুখে তাঁহার একটু বিষাদের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"না বই কি! ঐ ত তুমি কি ভাবছিলে!"—তাহার পর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিল,—"একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছলুম বাবা! কাল সন্ধ্যের সময় ডাক্তারের বাড়ী যাবার সময় মণিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি সপরিবারে এখানে রয়েছেন।"

বিপুল বিস্ময়ভরে ধ্রুববাবু বলিলেন—"কে রে—আমাদের হেমের ছেলে মণি ?"

"হ্যাঁ বাবা, তিনিই।"

"বটে! তা কই ত একদিনও আমাদের এখানে আসেনি।"

"জান্তেন না তিনি যে আমরা এখানে আছি।"

"কবে দেখা হয়েছিল বল্লি?—কাল ?"

"হ্যাঁ, কাল যখন ডাক্তারের বাড়ী যাচ্ছিলুম তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ধ্রুববাবু বলিলেন,—"একদিন আসতে বলেছিস ত তাকে প্রীতি ?"

"না বাবা, কথায় কথায় তিনিও আমাদের বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছেন আর আমিও তাঁকে আসতে বলতে ভুলে গেছি।"

কন্যার নির্ব্বুদ্ধিতায় হাসিয়া ফেলিয়া ধ্রুববাবু বলিলেন,—"দূর পাগলি! আদত কাজের কথাটাই বলতে ভুলে গেছিস বুঝি ? এই বিদেশ বিভূঁয়ে মণির মত একজন প্রতিবেশীর সাহায্য যে তোর পক্ষে কতটা দরকার তা কি বুঝতে পারছিস না মা ? তার বাড়ীর ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করেছিলি ?—না কি তাও ভুলে গেছিস ?"

নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় লজ্জিতা প্রীতি বলিল,—"না বাবা, তাঁর ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করতে ভুলিনি—তাঁর বাড়ীর নাম হচ্ছে 'রোজভিলা'।"

"তবে এক কাজ কর প্রীতি, তুই বরং একখানা চিঠি লিখে আমাদের ছোঁড়া চাকরটাকে দিয়ে মণির কাছে পাঠিয়ে দে, যাতে আজই হোক বা কালই হোক সে একবার দেখা করে আমার সঙ্গে।"

পিতার কথায় প্রীতি দোয়াত কলম লইয়া মণির নামে একখানা পত্র লিখিল,—

লোটাস কটেজ
১৩ই মে

মণিবাবু!

কাল আপনার সঙ্গে দেখা হলে আপনাকে কথায় কথায় আমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা বলতে ভুলে গেছলুম—সেইজন্তেই আজ লিখে পাঠালুম। আপনার যদি অস্থবিধে না হয় তবে দয়া করে আজ বিকেলে একবার আমাদের বাড়ী আসবেন।

প্রীতি।

পত্রখানা খামের মধ্যে মুড়িয়া শিরোনামা লিখিয়া প্রীতি ভৃত্যের মারফৎ মণির নিকট সেখানা পাঠাইয়া দিল। পশ্চিম-চক্রবালের মধ্যে সূর্য্য তখন ডুবিয়া পড়িলেও তাহার দুই একটা ক্ষীণরশ্মি তখনও পৃথিবীকে বিদায়-চুম্বন করিতেছিল। প্রীতি গিয়া পিতার মাথার শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তক কণ্ডূয়ন করিয়া দিতে লাগিল। ধ্রুববাবু নিমীলিত নেত্রে প্রশ্ন করিলেন,—"মণিকে আসতে লিখে দিছিলি প্রীতি?"

"হ্যাঁ বাবা দিয়েছি।"

"আজ আমার মাথা থেকে অনেকটা চিন্তার ভার নেবে গেল। এই বিদেশে যদি আমার একটা ভাল মন্দ কিছু হয় তা হলে তোর দশা যে কি হবে সেই কথা ভেবেই আমি অস্থির

হয়ে পড়েছিলুম। যখন মণি এসেছে তখন আমার আর ভাব্-
বার দরকার নেই।"

অনুযোগের স্বরে প্রীতি ডাকিল,—"বাবা!"

"কথাটা অপ্রিয় হলেও যে বড় সত্যি মা!"

প্রীতির গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

সস্নেহে কন্যার অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া ধ্রুববাবু বলিলেন,—
"ক্ষেপা মেয়ে! কাঁদছিস কেন?"

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর কোলে নামিতে-
ছিল এরূপ সময়ে ধ্রুববাবুর ভৃত্য সম্বর ফিরিয়া আসিল।

প্রীতি সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—"কি রে সম্বর, চিঠিখানা দিয়ে
এসেছিস?"

"হ্যাঁ দিদিমণি!"

"বাবু কিছু উত্তর দিয়েছে?"

"না।"

"কিছু বলেছে?"

"না।"

মণি উত্তরও দেন নাই, কিছু বলিয়াও দেন নাই শুনিয়া
প্রীতি কতকটা নিরাশ হইয়া পড়িল।

ধ্রুববাবু বলিলেন,—"বোধ হয় আমাদের এখানে আসাটা
তাঁর অভিপ্রেত নয়।"

প্রীতি কিন্তু কথাটা কোনমতেই মানিয়া লইতে পারিল না। তিনি যে তাহাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিবেন তাহা তাঁহার নিকট অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সেই প্রতিবেশী মণি, যিনি কলিকাতায় থাকিতে কত সময় তাহার সাহচর্য্যে কাটাইয়াছেন, যাঁহার আগমনে প্রীতির প্রাণের মধ্যে একটা আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইত, তিনি কি আজ তাহার উপর এতটা নিষ্ঠুর হইতে পারিবেন ?

পরক্ষণেই তাহার মনে হইল,—না হইবেনই বা কেন ? সে ত তাঁহার কেহই নহে—তবে কিজন্য তাহার পত্রে লিখিত মাত্র একটা অনুরোধে তিনি তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিবেন ?

কথাটা মনে হইতেই মণির উপর তাহার একটা অভিমানের ভাব দেখা দিল—সেটাকে ঠিক অভিমান বলা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে সে বলিয়া উঠিল,—"কি দরকার বাবা তোমার মণি-বাবুকে ? নাই বা এলেন তিনি ?"

কি যে দরকার তাহা ধ্রুববাবু এই প্রগল্‌ভা যুবতীকে কেমন করিয়া বুঝাইবেন ?

[৫]

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বাহিরে গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। পিতা ও কন্যা তখনও সেই কক্ষের মধ্যে তেমনি অবস্থায় বসিয়াছিলেন। এরূপ সময়ে রুদ্ধ সদর দ্বারের বহির্দ্দিক হইতে কে ডাকিল,—"ধ্রুববাবু আছেন?"

পরক্ষণেই সম্বর গিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া আগন্তুকের সহিত কি কথা কহিতে লাগিল। উৎকর্ণ হইয়া প্রীতি সম্বরের কথাগুলা শুনিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু একটা কথাও শুনিতে পাইল না। তখন পিতার দিকে চাহিয়া সে বলিল,—"বোধ হয় মণিবাবু এসেছেন বাবা! গলাটা যেন তাঁরই মত শুনলুম।"

তাহার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সম্বর আসিয়া বলিল,—"দিদিমণি, ওহি বাবু এসেছে!"

পুলকে প্রীতির বুকখানা বারম্বার স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

মণির উপর অন্যায় অভিমান করার কথাটা মনে করিয়া সে মনে মনে বিশেষ লজ্জিতা হইল। ভৃত্যের দিকে ফিরিয়া বলিল,—"বাবুকে নিয়ে আয় এখানে।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। পরক্ষণেই মণি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"কেমন আছেন কাকাবাবু?"

মলিন হাস্য করিয়া ধ্রুববাবু বলিলেন,—"আর থাকা থাকি কি মণি, এখন যেতে পারলেই বাঁচি। দিন দিন যে রকম অথব্য হয়ে পড়ছি, তাতে আর বেঁচে কোন সুখ নেই। সময় সময় যাতনা এমন অসহ্য হয়ে ওঠে যে আমায় যেন পাগল করে দেবার যোগাড় করে—তখন মনে হয় আত্মহত্যা করে এ জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করি।"

ধ্রুববাবুর কথা শুনিয়া মণি মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু বলিবার মত কথা তাঁহার মুখে একটাও যোগাইল না।

ধ্রুববাবু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"যা না মা, মণির জন্যে একটু চায়ের জোগাড় কর না!"

মণি বাধা দিয়া বলিলেন,—"না না, প্রীতি, অনর্থক কষ্ট করবে কেন? আমি ত চা খেয়েই এসেছি।"

"তা হলেই বা মণিবাবু, তা বলে কি আর একপেয়ালা খেতে নেই আমাদের বাড়ী?" বলিয়া সে মণির উত্তরের প্রতীক্ষা মাত্র না করিয়া চা করিতে চলিয়া গেল।

প্রীতি চলিয়া গেলে ধ্রুববাবু নিম্নকণ্ঠে বলিলেন,—"মণি, আমার যে দিন ফুরিয়ে এসেছে তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। বড় জোর আর এক সপ্তা—তারপর আমার সকল কষ্টের অবসান হবে, কিন্তু আমার প্রীতির যে কি হবে তা ত ভেবে উঠতে পারছি না আমি!"

মণি নীরব রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ধ্রুববাবু আবার বলিলেন,—"এক সময় আমার বড় ইচ্ছে ছিল তোমার হাতে প্রীতিকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে আমি পরপারে যাত্রা করব, কিন্তু বিধাতা আমার সে সাধে বাধ সাধলেন। সেটা হলে আজ আমায় মরণের পথে যাত্রা করতে করতেও এত চিন্তা-কাতর হতে হত না!"

ধ্রুববাবুর কথায় ধীরে ধীরে মণির মনে অতীতের স্মৃতিগুলা জাগিয়া উঠিতেছিল। সেই একদিন গিয়াছে যে সময় একদিন প্রীতিদের বাড়ী যাওয়া না হইলে দিনটাই তাঁহার অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইত—প্রীতির হাতের প্রস্তুত চা পান না করিলে চা খাইয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না। একটা একটা করিয়া সেইসব কথা তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল।

ধ্রুববাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"এই বিদেশে আমার একটা ভাল-মন্দ কিছু হলে প্রীতিকে কে দেখবে কে সাহায্য করবে সেই কথা ভেবেই আমি বিশেষ ব্যাকুল হয়েছিলুম।

তোমরা এখানে আছ শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। এই কথা বলবার জন্যেই প্রীতিকে আজ চিঠি লিখতে বলেছিলাম।"

"সে কথা আমায় বলাই বাহুল্য কাকাবাবু! প্রীতি আমার প্রতিবেশী হয়ে এই বিদেশে বিপদের সময় যে সাহায্য পাবে তার আর আশ্চর্য্য কি? এমন অবস্থায় কত অপরিচিত লোককে যে সাহায্য করতে হয়—তা যে না করে সে মানুষ নামের অযোগ্য। আমায় আর বলতে হবে না কাকাবাবু, এবার থেকে আমি রোজ এসে আপনার খোঁজ করে যাব।"

"বেঁচে থাক বাবা। তোমার কথা শুনে আমার বুক থেকে একটা মস্ত বড় ভাবনার বোঝা নেমে গেল।"—তাহার পর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন,—"আর একটা কথা মণি, আমার জীবিত অবস্থায় ত প্রীতির বিয়ে দিয়ে যেতে পারলুম না, আমার মৃত্যুর পর যত শীঘ্র সম্ভব তুমি তার বিয়ে দিয়ে দিয়ো—পাত্র সম্বন্ধে তোমায় আর বেশী কি বলবো?—যাতে সে সর্ব্বাংশে প্রীতির উপযুক্ত হয় সেটা দেখতে কোনমতে ভুলো না, তা না হলে নির্ব্বান্ধব প্রীতি জীবনে কোনদিন সুখী হতে পারবে না।"

"সে কথা আমায় বলতে হবে না কাকাবাবু, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করে যেমন করে পারি প্রীতিকে সুপাত্রে দেব।"

ধ্রুববাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন এরূপ সময়ে বাহিরে প্রীতির চাবির শব্দ শোনা গেল, সুতরাং তিনি আর সে কথা প্রকাশ করিলেন না। কথাটা ঘুরাইয়া লইবার উদ্দেশে বলিলেন,—"ঐ প্রীতি আসচে, অনর্থক তোমায় এত রাত অবধি কষ্ট দিলুম বলে কিছু মনে কর না বাবা!"

"সেকি কাকাবাবু, এতে আর আমায় কষ্ট দেওয়াটা কোন্‌খানে হল? এমন বিপদের দিনে আপনারা যে আমায় আপনার লোক বলে স্মরণ করেছেন এটা আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে।"

এই সময় প্রীতি উষ্ণ চায়ের পেয়ালাটা আনিয়া মণির হাতে দিল। দিবার সময় তাহার হাতটা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মণি চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন, প্রীতির সহিত মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল, পরক্ষণেই প্রীতি দৃষ্টি নামাইয়া লইল।

[৬]

প্রীতির প্রথমদিনের আহ্বান-পত্র লইয়া তাহার ভৃত্য যখন মণির নিকট আসিয়াছিল বীরেন তখন সেস্থানে উপস্থিত ছিল। পত্রখানা পাঠ করিয়া মণি যে একবার ক্ষণেকের তরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াছিলেন—একবার ক্ষণকালের জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, চতুর বীরেনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা দেখিতে ভুলে নাই। কে কি উদ্দেশ্যে তাহাকে পত্র লিখিয়াছে তাহা জানিবার জন্য অন্তরে তাহার একটা দারুণ কৌতুহল জাগিয়া উঠিল, কিন্তু মুখে সে কোন কথা প্রকাশ করিল না। সে আশা করিয়াছিল মণি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পত্রের কথা তাহাকে বলিবেন কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে পত্রখানা লিখিবার প্যাডের তলে গোপন করিয়া রাখিয়া তিনি ত্বরিতহস্তে বৈকালীন কাজকর্ম্মগুলা সারিয়া লইয়া সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া গেলেন দেখিয়া তাহার কৌতুহল আরও বাড়িয়া গেল। মণি বাহির হইয়া যাইবার অল্পক্ষণ

পরেই সে সন্তর্পণে প্যাডের তলদেশ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণেই তাহার চেষ্টা সফল হইল। প্রীতির লিখিত পত্রখানা ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া সে সমস্তটুকু পড়িয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিল; অস্ফুটস্বরে সে বলিল,—"যা ভেবেছি তাই—তুমি না বল্লেই আমি শুনব না কি ?—ভেতরে যদি কোনই টান নেই তবে এত তাড়াতাড়ি চিঠি লিখে ডেকে নিয়ে যাবার দরকার কি বাবা !—না, ব্যাপারটা বেশ করে তলিয়ে দেখতে হল। লতিকা ঠাকরুণ ত……

লতিকার কথা মনে হইতেই সর্ব্বাগ্রে তাহার কোমল মধুর সুন্দর মুখখানি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। এমন রূপ সে আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না—কি সুন্দর এই লতিকা ! যেন চাঁদের সুধা জমাইয়া বিধাতা তাহাকে সৃজন করিয়াছেন !—হায় লতি !—তুমি যদি আমার হতে !……

কথাটা মনে হইতেই বিবেক তাহার অন্তরে সজোরে দংশন করিল—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ ! যে বন্ধু তাহাকে নিজের ভায়ের মত আদর যত্ন করিয়া সংসারে রাখিয়াছে—বিশ্বাস করিয়া পত্নীর সহিত অবধি আলাপ করিবার অধিকার দিয়াছে, তাহার এমন সর্ব্বনাশ করিবার কথাটা কল্পনা করিলেও যে পাপ !

কিন্তু পরক্ষণেই বাসনা বিবেকের কণ্ঠ রোধ করিয়া ধরিল—দোষ কি তাহাতে ? সে যদি তাহার প্রেমময়ী পত্নীকে প্রবঞ্চনা করিয়া অন্যের সহবাসে দিন কাটাইয়া অপরাধী না হয় তবে কি যত অপরাধ শুধু বীরেনেরই ?—কারণ সে এক প্রবঞ্চিতা রমণীকে প্রকৃত ভালবাসা দিতে উদ্যত হইয়াছে.এই না ?

এমনি কতকগুলি চিন্তা তরঙ্গ বীরেনের মনকে কিয়ৎক্ষণের জন্য বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল; পত্রখানা সন্তর্পণে আপনার জামার ভিতরকার পকেটে রাখিয়া দিল। মনে মনে সংকল্প করিল ফল যাহাই হউক সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে রূপের রাণী লতিকাকে আপানার করিতে পারে কি না।

বীরেন লক্ষ্য করিল, ইহার পর হইতে মণি প্রতিদিন সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বেই সান্ধ্যভ্রমণের পরিচ্ছদে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন এবং প্রতিদিনই রাত্রি আটটার পূর্ব্বে ফিরিতে পারিতেন না। দিনের পর দিন এমনি ভাবেই চলিতে লাগিল কিন্তু পাছে কোন অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া ফেলে কতকটা এই ভয়ে এবং কতকটা আপনার কার্য্য সিদ্ধির অন্তরায় হইয়া পড়িবার ভয়ে বীরেন কথাটা মণি ও তাঁহার পত্নীর সমক্ষে পাড়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না।

সেদিন সন্ধ্যার সময় ছাদের উপর লতিকা পুত্রকে লইয়া

প্রতিদিনের মত বসিয়াছিল—সম্মুখে বীরেন বসিয়া গল্প করিতেছিল। দুষ্ট চঞ্চল বালক কিরণ ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল। সহসা সে বীরেনের কোলের উপর বসিয়া পড়িয়া তাহার কণ্ঠ উভয় বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া বলিল,—"কাকাবাবু, বাবা কোথা ?"

"তোমার বাবা বেড়াতে গেছেন !"—বলিয়া বীরেন লতিকার দিকে চাহিয়া বলিল,—"লতিকা ঠাকরুণ বোধ হয় একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন যে, আজকাল মণির বেড়াবার সময়টা বেড়ে গেছে ; গোড়ায় যখন আমি এসেছিলুম তখন দেখেছি মণি ঠিক সাড়ে ছটার সময় বেড়াতে বেরুত, আর ফিরে আসত ঠিক সাড়ে সাতটার সময়। আজকাল যায় সাড়ে পাঁচটায় আর আসে আটটার সময়।

লতিকাও যে মণির এই সহসা বর্দ্ধনশীল ভ্রমণস্পৃহাটা লক্ষ্য করে নাই তাহা নহে, কিন্তু পাছে সে কথা পাড়িলে মণি রাগ করে এই ভয়ে কোনদিন সে মণিকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই। মণির ভালবাসায় তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, সেইজন্যই সে মনে করিয়াছিল যে একদিন স্বামী নিজেই সমস্ত কথা তাহাকে বলিবেন। মণি কিন্তু তাহা করেন নাই। পীড়িত প্রতিবেশীর ও নিঃসহায় রমণীর সাহায্য করিতে হইলে যে কাহারও মত লইতে হয় তাহা কোনদিন

তাঁহার মনে হয় নাই। ফলে হইয়াছিল এই যে, লতিকার মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ সন্দেহের ছায়াপাত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

সাধারণতঃ রমণীমাত্রেই একটু অধিক মাত্রায় কৌতূহলপ্রিয় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যেখানে তাহাদের নিজেদের স্বার্থ-বিজড়িত সে কথা জানিবার সময় তাহাদের কৌতূহলের সীমা থাকে না। বীরেনের কথা শুনিয়া লতিকা সেইজন্যই মণির এই ভ্রমণলিপ্সার কারণ জানিবার জন্য একমুহূর্ত্তে আগ্রহান্বিতা হইয়া উঠিল;—বীরেনের কথার উত্তরে বলিল,—"হ্যাঁ, আমিও আজ ক'দিন থেকে এটা লক্ষ্য করে আসছি কিন্তু কেন যে হঠাৎ ওঁর বেড়াবার ইচ্ছেটা এত বেড়ে উঠেছে তা আমি বুঝতে পারছি না।"

বিশেষ চিন্তিতমুখে বীরেন বলিল,—"ঘটনাচক্রে পড়ে আমার ইচ্ছে না থাকলেও আমি এর কতকটা কারণ জানতে পেরেছি।"

সাগ্রহে লতিকা প্রশ্ন করিল,—"কি সে কারণ?"

"আমি জানতে পেরেছি আজকাল মণি প্রতিদিন প্রীতিদের বাড়ী বেড়াতে যায়—বোধহয়"......

বিদ্যুৎবিকাশের মত সহসা লতিকার প্রাণের মধ্যে সন্দেহের ছায়াটা গাঢ় হইয়া উঠিল। মনে হইল—'এই কথাটাই খুব সম্ভব

সত্যি, তা না হলে স্বামী তাহাকে এতদিন সব কথা বলিতেন, কথাটা মনে হইতেই অভিমানে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। রুদ্ধ-শ্বাসে সাগ্রহে সে প্রশ্ন করিল,—"আপনি কি করে জানলেন?"

"সেদিন একটা ছোঁড়া চাকর একটা চিঠি এনেছিল—সেটা যেদিন মণির সঙ্গে প্রীতির প্রথম দেখা হয় তার পরদিনের কথা। চিঠিখানা যখন আসে আমি তখন সেখানে বসেছিলুম, চিঠিখানা পড়ে মণি দেখলুম বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপর তাড়াতাড়ি হাতের কাজগুলো সেরে নিয়ে সে জামা কাপড় পরে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় অন্যমনস্ক ভাবে চিঠিখানা মুচড়ে ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেছল। ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে আমার ভারি আগ্রহ হল, সে চলে গেলে সেই ফেলে দেওয়া চিঠিখানা তুলে নিয়ে যা দেখলুম তাইতেই বুঝতে পারলুম যে ব্যাপারটা এই!" কথাগুলা বলিবার সময় বীরেন বেশ একটু রঙ্গান দিয়া সেটাকে চাকৃচিক্যশালী করিয়া তুলিতে ভুলিল না!

সন্দেহ-ছায়া-ম্লান লতিকা কথাগুলার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার কোন আবশ্যকতা অনুভব করিল না। বীরেন যে মিথ্যা করিয়া তাহার স্বামীর অপরাধের কথা তাহার নিকট বর্ণনা করিতে পারে বারেকের জন্যও এ সন্দেহটা তাহার মনে জাগিল না। সেইজন্যই সে আগ্রহভরে প্রশ্ন করিল,—"কি দেখলেন চিঠিখানায়?"

জামার ভিতরের পকেট হইতে প্রীতির ক্ষুদ্র পত্রখানা বাহির করিয়া সে লতিকার হাতে দিয়া বলিল,—"এই যে সেই চিঠিখানা, আপনি নিজেই পড়ে দেখুন না।"

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তি সম্মুখে সুখাদ্য পাইলে যেমন বিপুল আগ্রহে একগ্রাসে সেটা ভোজন করিয়া ফেলে, লতিকা প্রীতির পত্রখানা তেমনি আগ্রহভরে এক নিশ্বাসে পাঠ করিয়া ফেলিল। তাহার সন্দিগ্ধ মন পত্রখানার মধ্যে বেশ একটা বিভিন্ন অর্থের আবিষ্কার করিয়া ফেলিল এবং এই অকাট্য প্রমাণটা তাহার ধূমায়মান মনের মধ্যে একটা তীব্র নরকাগ্নি জ্বালাইয়া তুলিল। ফলে হইল এই যে, মণিকে যে অপরাধে অপরাধী বলিয়া সে সন্দেহমাত্র করিয়াছিল সেইটাই এখন প্রতীতিতে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। মন তাহার দারুণ অভিমানে পূর্ণ হইয়া উঠিল...এই প্রেম! এই ভালবাসা! প্রাণ দিয়া ভালবাসার এই প্রতিদান! ভগবান! ভগবান!......

একটা বুকভরা দীর্ঘশ্বাসে তাহার বক্ষ ফুলিয়া উঠিল; সম্মুখে একজন অজানা চরিত্রের পুরুষ লোলুপদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, আপনার অন্তরের দৈন্যে কাতর লতিকা সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

[৭]

সূর্য্যের ম্লান রশ্মি পৃথিবীর বক্ষে শেষবার স্পর্শ করিতেছিল। দিগন্তের ক্রোড়ে আগমনোন্মুখ সন্ধ্যার ম্লান ধূসর-বাস অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ধীরে ধীরে সান্ধ্য-সমীরণ বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এরূপ সময়ে ধ্রুববাবুর বাড়ীতে ডাক্তারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মণি একমনে ডাক্তারের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন। কয়দিন হইতে ধ্রুববাবুর জ্বর বাড়িয়া উঠিয়াছিল। গতরাত্রে ভোরের দিকে জ্বরটা আরও জোর করিয়াছিল, সেই জ্বরটা আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান লোপ হইয়াছিল। তখনও অবধি তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হয় নাই।

বিশেষ মনোযোগের সহিত রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার যেন বিশেষ নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখে নৈরাশ্যভাব দেখিয়া মণি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—"কি বুঝছেন ডাক্তার বাবু?"

প্রীতি তখন কক্ষের মধ্যে ছিল না, বাহিরে কি একটা কাজের জন্য গিয়াছিল। ডাক্তার উত্তর দিবার পূর্ব্বে একবার কক্ষের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"অবস্থা মোটেই সুবিধে বুঝছি না, আজই হয় ত একটা কিছু হেস্ত-নেস্ত হয়ে যেতে পারে।"

"আজই?"

"অবস্থা দেখে ত তাই মনে হয়, তবে হয় ত আবার বেঁচে যেতেও পারেন।"

"তা হলে বেঁচে ওঠ্‌বার সম্ভাবনাও আছে ত?"

"না বাঁচার সম্ভাবনাটাই সব চেয়ে বেশী।"

প্রীতির কথা মনে করিয়া মণির মুখখানি শুকাইয়া গেল। আহা বেচারা প্রীতি! সংসারের একমাত্র আত্মীয় একাধারে মাতা পিতা তুই যে ধ্রুববাবু তাহার নিকট!—এমন পরমাত্মীয়কে হারাইয়া বেচারা কেমন করিয়া বাঁচিবে?

"বিপদের সম্ভাবনাটা কখন মনে করেন?"

"জ্বর ছাড়্‌বার পরই।"

"জ্বর কি আজ ছাড়বে বলে মনে হয়?"

"তা ঠিক করে বলা শক্ত—তবে খুব সম্ভব আজই ছাড়বে এ জ্বর; আর আজকের রাতটা যদি বিজ্বর অবস্থায় কেটে যায়, তা হলে আর ভয়ের সম্ভাবনা বড় বেশী থাকবে না।"

মণি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার মনে করিলেন রোগীর অবস্থার কথা শুনিয়া মণি বোধ হয় ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে আশ্বাস দিবার উদ্দেশে ডাক্তার বলিলেন—"ভয় পাবার এতে বিশেষ কোন কারণ নেই, আমি এখুনি গিয়ে একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, নিয়ম করে খাইয়ে যাবেন। জ্বর ছাড়লে সে ওষুধ না দিয়ে সাদা মোড়ার ভেতর যে ওষুধ থাকবে সেইটে আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর খাওয়াবেন।"—বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

মণি প্রীতির ভৃত্যকে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের বাড়ী ঔষধ আনিতে পাঠাইলেন।

প্রীতি কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় পিতার পদ-প্রান্তে বসিয়া পড়িল। মণির দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—"ডাক্তার কি বলে গেল মণিবাবু?"

মণি প্রীতির নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলা যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করিলেন না, সংক্ষেপে বলিলেন,—"ডাক্তার বলে গেল এখন বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নেই, তবে যখন জ্বরটা ছাড়বে তখন একটু ভয়ের কারণ আছে।"

প্রীতির মুখখানি উৎকণ্ঠায় শুকাইয়া গেল। সংসারে তাহার একমাত্র বন্ধন যে পিতা, তাঁহার যদি একটা ভাল মন্দ কিছু হয়! ......কথাটা মনে হইতেই সে বারম্বার শিহরিয়া উঠিল। ভগ-

বানের মনে যে কি আছে তাহা সে আজ কোনমতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না,—মনের মধ্যে কে যেন অস্পষ্ট বিপদের বার্ত্তা বারম্বার জ্ঞাপন করিতেছিল।

মণি অদূরে একখানা চেয়ারে বসিয়া নিঃসহায়া প্রীতির ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনিও কোন কথা কহেন নাই।' এমনি নিস্তব্ধতার মধ্যে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। ভৃত্যের আগমনে তাঁহাদের নীরবতা দূর হইল। মণি ভৃত্যের হাত হইতে ঔষধগুলা লইয়া প্রীতিকে বুঝাইয়া দিলেন কখন কোন্ ঔষধটা খাওয়াইতে হইবে। তাহার পর তাহাকে যথাসম্ভব সাহস দিয়া বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন—"কোন ভয় নেই প্রীতি, আমি এখন চল্লুম, যখনই দরকার হবে—সে যত রাত্রেই হোক না কেন, আমায় খবর পাঠাতে দ্বিধা ক'র না।"

প্রীতি সে কথায় সম্মত হইলে মণি বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বাহিরে তখন পূর্ণিমার রাত্রি জ্যোৎস্নায় হাসিতেছিল। সমস্ত পৃথিবী বসন্ত পূর্ণিমার স্নিগ্ধ কিরণে যেন অভিসারিকার বেশ ধারণ করিয়াছিল। মণির কিন্তু সেদিকে মোটেই দৃষ্টি ছিল না, ধ্রুববাবুর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ও প্রীতির একান্ত সহায়হীনতার কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি মন্থর গমনে গৃহের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। সেদিন বাড়ী পৌঁছিতে তাঁহার সব চেয়ে বেশী বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল।

যখন তিনি তাঁহার সদরে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন ঘড়িতে নয়টা বাজিতে ঠিক পাঁচটী মিনিট বাকী। টেবিলের উপর একখানা জরুরী পত্র পড়িয়াছিল, সেখানার তখনই উত্তর দিবার আবশ্যকতা থাকায় তিনি বেশ পরিবর্ত্তন না করিয়াই লিখিতে বসিলেন। পত্রখানা শেষ করিয়া উঠিতে যাইবেন এরূপ সময়ে প্রীতির ভৃত্য একখানা ক্ষুদ্র লিপি তাঁহাকে দিল। প্রীতি লিখিয়াছিল,—

মণিবাবু,—

দয়া করিয়া আর একবার আসিবেন—চিঠিতে সব কথা লিখিবার সময় নাই।

আশ্রিতা—প্রীতি।

মণি তড়িৎ স্পৃষ্টের মত লাফাইয়া উঠিয়া ভৃত্যের অনুসরণ করিল। পত্রখানা যে তেমনি অবস্থায় টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল, তাহা তাঁহার মনেও রহিল না।

পথে যাইতে যাইতে মণি ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
ব্যাপার কিরে সম্বর ?"

"তা ত জানি না হুজুর, তবে বাবুজীর দেখলুম জ্ঞান হয়েছে।"

ব্যাপার যে কি মণির তাহা বুঝিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন ধ্রুববাবুর জ্ঞানসঞ্চারের পর

ডাক্তারের আশঙ্কা মত হয় ত আরও অবস্থা খারাপ হইয়াছে এবং প্রীতি নিশ্চয় তাহাতে বিশেষ ভীতা হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে।

ধ্রুববাবুর কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কিন্তু তাঁহার এ ধারণাটার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। ধ্রুববাবু তখন ধীরে ধীরে প্রীতির সহিত কথা কহিতেছিলেন; মণিকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে মণি এসেছ বাবা?—তোমায় বড় কষ্ট দেওয়া হল, কিছু মনে করনা—উপায় নেই বাবা, আমার সময় সংক্ষেপ হয়ে এসেছে!"

মণি লজ্জিতস্বরে বলিল,—"আমায় এতে বিশেষ কোন কষ্টই দেওয়া হয়নি, আপনি যেজন্যে ডেকেছেন তাই এখন বলুন।"

"আমার উইলখানার একটা খসড়া করে নাও ত বাবা, আমি বলে যাই! কাল সকালেই সই করে ফেলতে হবে—তার চেয়ে বেশীক্ষণ টেঁকব বলে ত মনে হয় না।"

মণি কোন বাগাড়ম্বর না করিয়া ধ্রুববাবুর কথামত কাগজ কলম লইয়া বসিলেন। ধ্রুববাবু যাহা যাহা বলিতে লাগিলেন সেইগুলা তিনি আদালত-সঙ্গত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। লেখা শেষ হইলে ধ্রুববাবু বলিলেন,—"অনেক রাত হয়েছে, এখন তুমি বাড়ী যাও বাবা, কাল সকালেই যাতে আমি সইটা সেরে নিতে পারি সেজন্যে একটু চেষ্টা কর।"

"ঝ্যাজ্ঞে, সে বিষয় আর আমায় বেশী কিছু বলতে হবে না, আজ রাত্রেই আমি ঠিক করে লিখে রাখব।"—বলিয়া তিনি আর অধিক বিলম্ব না করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পথের ধারে ধারে ছায়া বিতরণ করিবার জন্য সারি সারি গাছ পোতা ছিল। চাঁদের আলোয় চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। পাতার ফাঁকে ফাঁকে অল্প অল্প চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করিয়া গাছের তলাগুলা আলোক-আঁধারের একত্র সমাবেশে বাঘছালের মত অদ্ভুত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। মণি নতমস্তকে চিন্তিত মনে অগ্রসর হইতেছিলেন—কোনদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। মুখ তুলিয়া গাছের অন্ধকারের দিকে একটু ভাল করিয়া দেখিলে তিনি দেখিতে পাইতেন, তাঁহার আগে আগে অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় দুইটী লোক সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল।

সহসা মণি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কে যেন তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। পিছন ফিরিয়া চাহিতেই তিনি দেখিলেন একজন রমণী প্রাণপণে দৌড়িয়া তাঁহারই দিকে আসিতেছে! ছুটিতে অনভ্যস্তা রমণী প্রতি পাদ-ক্ষেপে পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। দুই মুহুর্ত্তে মূর্ত্তিটী তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। সবিস্ময়ে মণি দেখিলেন অসম্বৃত বস্ত্রে ছুটিয়া আসিতেছে প্রীতি! বিপুল বিস্ময়ভরে তিনি ডাকিলেন,—"প্রীতি!"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রীতি আসিয়া তাঁহার বক্ষলগ্না হইয়া পড়িল! বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে বলিল,—"মণি বাবু!..." তাহার মুখ দিয়া আর একটা কথাও বাহির হইল না, তেমনি অবস্থায় থাকিয়াই সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

প্রীতির আজিকার এই অসম্বদ্ধ ব্যবহারের কোন কারণ মণিবাবু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাহার অকারণ ক্রন্দন দেখিয়া তিনি আরও অধিক বিস্মিত হইলেন। এইমাত্র তিনি ধ্রুববাবুর নিকট হইতে আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ইহারই মধ্যে এমন কিছু ঘটিতে পারে না যাহা প্রীতির এই অভিনব ব্যবহারের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়! তবে একি?... তবে কি প্রীতি আজ প্রাচীন দিনের বিস্মৃত কাহিনী নূতন করিয়া স্মরণ করিল?... তাহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে ত তিনি তাহাকে সান্ত্বনার একটা কথাও বলিতে পারিবেন না!—বলিবার কোন অধিকারই যে আজ তাঁহার নাই। ঘরে লতিকা রহিয়াছে—তাহাকে যে তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন—তাহার সমস্ত প্রাণের ভালবাসা লাভ করিয়াছেন, এখন ত আর একজনকে তিনি সে দেওয়া প্রাণ দান করিতে পারিবেন না!

সস্নেহে প্রীতির অসম্বদ্ধ কেশগুলার মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি

চালনা করিতে করিতে তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"কি হয়েছে প্রীতি ?—কাঁদ্‌ছ কেন এমন করে ?"

ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রীতি বলিল,—"মণিবাবু ! —বাবা—বাবা আমার আর নেই !"

বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত মণি লাফাইয়া উঠিলেন। দুই হাতে প্রীতিকে তুলিয়া ধরিয়া গাঢ় স্বরে প্রশ্ন করিলেন,—"কি ?—কি বল্লে প্রীতি ?—ধ্রুববাবু মারা গেছেন ?"—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুষ্টি শ্লথ হইয়া গেল। প্রীতি আবার তাঁহার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দুই মুহূর্ত্ত স্তব্ধ বিস্ময়ে কাটিয়া যাইবার পর মণির কর্ত্তব্য-জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ধীরে ধীরে তিনি প্রীতিকে উঠাইয়া তাহার হাত ধরিয়া যতটা সম্ভব দ্রুতপদে তাহাদের বাটীর দিকে ধাবিত হইলেন।

[৮ [

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার দিন রাত্রে লতিকা যথা-নিয়মে পুত্র কিরণ ও বীরেনের সহিত ছাদে বসিয়া মণির প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কিরণের সেদিন শরীরটা মোটেই ভাল ছিল না, সেইজন্যই চঞ্চল বালক সেদিন কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া শান্ত শিষ্টের মত জননীর কোলে শুইয়া পড়িয়াছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। লতিকা তাহাকে তাহার শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিয়া আসিল। রাত্রিটা সুন্দর জ্যোৎস্না-প্লাবিত। চন্দ্রের শুভ্রকিরণে লতিকাকে অসীম সুন্দরী দেখাইতেছিল।

কিরণকে কক্ষে শয়ন করাইয়া সে যখন ফিরিয়া আসিল বীরেন তখন কোথায় গিয়াছিল। লতিকা স্বামীর প্রতীক্ষায়

বসিবামাত্র বাড়ীর ভিতরের ঘড়িটায় টং টং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল। আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সে আহারাদির আয়োজন করিবার জন্য উঠিতে উদ্যত হইল। ঠিক সেই সময়ে বীরেন আসিয়া সেস্থানে উপস্থিত হইল। চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত সুন্দরীর দিকে একবার ক্ষুধিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল,—"কোথা যাচ্ছেন লতি ঠাকরুণ?"

"তোমাদের খাবার দাবার জোগাড় করিগে আর কি! রাত নটা যে বেজে গেল।"

একটু মৃদু হাস্য করিয়া বীরেন বলিল,—"আজ আর তাড়া-তাড়ি করবার বিশেষ দরকার নেই, মণি আজ আর ফিরবে না।"

লতিকার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সভয়ে সে প্রশ্ন করিল,—"কেন বীরেন বাবু?—তিনি কি কোথাও গেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ!"—

"কোথায় গেছেন কিছু বলে গেছেন?"

"আমায়?—না না আমায় সে কোন কথা বলে যায়নি, তবে আমি জানি সে কোথায় গেছে।"

লতিকার আগ্রহের সীমা ছিল না। সেদিন বীরেন তাহার প্রাণে সন্দেহের বীজ উপ্ত করিয়া দিবার পর তাহার হৃদয়ে

দারুণ অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এখন বীরেনকে কথাটা প্রকাশ করিতে অযথা বিলম্ব করিতে দেখিয়া সে বিরক্ত হইয়া উঠিল,—"অমন ঘুরিয়ে কথা বলছেন কেন? যা বলবার স্পষ্ট করে বলুন না?"

"বলবার আর বিশেষ কিছু নেই—প্রীতি ঠাকরুণ আজ মণিকে রাত্রিবাসের নেমন্তন্ন করেছেন।"

ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের মত লতিকা গর্জ্জিয়া উঠিল,—"মিথ্যা কথা!"

হাসিয়া বীরেন বলিল,—"আমার কথা যে সত্যি তার প্রমাণ হচ্ছে এই চিঠিখানা!"

সাগ্রহে লতিকা পত্রখানা বীরেনের হাত হইতে কতকটা ছিনাইয়া লইয়া পাঠ করিল,—

"মণিবাবু,—দয়া করিয়া আর একবার আসিবেন—চিঠিতে সব কথা লিখিবার সময় নাই।

আশ্রিতা—প্রীতি।

পত্রখানা পড়িয়া লতিকা বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিল না। বীরেনের দিকে চাহিয়া বলিল,—"এতে কই ত আপনার কথার কোনই প্রমাণ নেই?"

বীরেন উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল,—"লোকের ঘরে যখন চোর ঢোকে তখন তার বুদ্ধি লোপ হয় শুনেছি—আপনার দেখছি ঠিক তাই হয়েছে।"

"কেন ?"

"নয়ত কি ?—তা না হলে এমন সরল চিঠিখানার মানে বুঝতে পারছেন না ? মণি যে কারণেই হোক প্রীতির সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছিল। এইমাত্র আমি নীচেয় গিয়ে দেখলুম, সে ঘাড় গুঁজে একখানা কি চিঠি লিখছে। তারপরই প্রীতিদের চাকরটা ঐ চিঠিখানা নিয়ে এল। মণি মুখ তুলতেই দেখলুম মুখখানা তার ভাবনায় চিন্তায় একেবারে মেঘভরা আকাশের মত অন্ধকার হয়ে রয়েছে। সাগ্রহে সে চাকরের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়লে, তারপরই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দেখতে পাচ্ছেন না, মণিকে বিদেয় দিয়ে প্রীতির মনে অনুতাপ হয়েছে, তাই আবার ডেকে পাঠিয়েছে। মণি যদি প্রীতিকে বিশেষ ভাল না বাসত তা হলে কি এত রাত্রে বাড়ীতে একটা কথাও না বলে সে অমন করে চলে যায় ?"

লতিকা চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। স্বামী তাহার বিশ্বাসঘাতক ?··· যাহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিল—আপনার সমস্ত সত্ত্বা মুছিয়া ফেলিয়া যাহাতে সে আত্মসমর্পণ করিল, সে আজ এমনি করিয়া তাহার সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত বিশ্বাস দুই পায়ে দলিয়া আর একজনকে ভালবাসিল ?··· ভগবান !··· ভগবান !···

কিন্তু এও কি বিশ্বাস্য ?··· কিন্তু··· কিন্তু···

কিন্তু বিপদ এই যে বীরেন যাহা বলিল তাহাও ত একেবারে মিথ্যা বলা যায় না ! তাহার আনীত এই পত্রখানাই যে তাহার প্রমাণ ! তবু কিন্তু সে সর্ব্বান্তঃকরণে সেকথা মানিয়া লইতে পারিল না ; সম্ভব অসম্ভবের কথা ভুলিয়া গিয়া সে বীরেনকে বলিল,—"তুমি যে কথা বল্লে তা চাক্ষুষ দেখাতে পারবে ?"

বীরেন এবার বিপদে পড়িল। প্রীতির সহিত মণির যে প্রকৃত কিরূপ সম্পর্ক তাহা সে জানিত না, তবে কি করিয়া লতিকাকে সে চাক্ষুষ প্রমাণ দেখাইবে ?

তাহার কলুষিত মনে সহসা একটা মৎলব জাগিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল,—"মণির কোন দোষ দেখাইতে পারি বা নাই পারি যদি কোনরূপে মণিকে দেখাইতে পারি যে এই নিশীথ রাত্রে লতিকা একাকী আমার সহিত পথে বাহির হইয়াছে—তাহা হইলেও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

দুর্বৃত্ত মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প আঁটিয়া মুখে বলিল,—"লতি ঠাকরুণ কি আমায় এমনি কাঁচা ছেলে মনে করেন যে, যে কাজের প্রমাণ নেই সেই কথা আমি বলব ?"

স্বামী অন্যে আসক্ত এ কথা শুনিলে রমণীদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। শুধু রমণীর দোষ দিলে চলিবে কেন, পুরুষের অবস্থাও ঠিক রমণীর মতই হইয়া থাকে। লতিকারও তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল, সেইজন্যই সে অগ্র-

পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই বীরেনের সহিত পথে বাহির হইয়া পড়িল।

সমস্ত পথটা জ্যোৎস্নালোকে ঝলমল করিতেছিল। লতিকার সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না। অনভ্যস্ত চরণে তাহার প্রতি পদক্ষেপে কঙ্কর বিদ্ধ হইতেছিল, কিন্তু সেদিকেও সে দৃক্‌পাত করিল না। উদ্ভ্রান্তভাবে ক্ষিপ্র চরণে সে সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিল।

অদূরে একটী মনুষ্যমূর্ত্তি চিন্তিতমুখে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বীরেনই সর্ব্বপ্রথম তাহাকে দেখিতে পাইল;—পরক্ষণেই সে তাহাকে চিনিতে পারিল—আগন্তুক মণি! সহসা বীরেন বিবেকের দংশনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল—যে বন্ধু নিঃস্ব অবস্থায় তাহাকে ভায়ের মত আপনার সংসারে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহারই সে আজ এ কি সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছে! ত্বরিতহস্তে সে লতিকার একখানা হাত ধরিয়া টানিয়া বৃক্ষান্তরালে লইয়া আসিল। তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিল,—"মণি আসছে, গোল কোর না।"

স্বপ্নাবিষ্টের মত লতিকা স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল, সহসা বীরেন পূর্ব্বের ন্যায় অস্ফুটস্বরে বলিল,—"ঐ দেখ আমার কথা সত্যি কি না!"

লতিকা স্পষ্ট শুনিতে পাইল কে একজন রমণী-সুলভ সুমিষ্ট

স্বরে তাহার স্বামীর নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। শব্দের অনুসরণে চাহিতেই সে দেখিতে পাইল, একজন ষোড়শী পূর্ণাঙ্গী যুবতী তাহার স্বামীর নিকট ছুটিয়া আসিয়া একেবারে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দাঁড়াইল। মণি তাহাকে বাধা দিলেন না, সরাইয়া দিতে চেষ্টামাত্র করিলেন না, বরং ধীরে ধীরে তাহার কেশের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

বায়ু-বিতাড়িত বেতসপত্রের ন্যায় লতিকার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চক্ষের সমক্ষে প্রলয়ের অন্ধকার ব্যাপ্ত হইয়া গেল। আর সে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। মাথার মধ্যে যেন ঝড় বহিতেছিল। অস্ফুটস্বরে কি একটা বলিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পার্শ্বেই বীরেন দাঁড়াইয়াছিল, সাগ্রহে সে বাহু বিস্তার করিয়া তাহার বাঞ্ছিতার চেতনাহীন দেহখানা টানিয়া আপনার বক্ষের উপর তুলিয়া লইল। তাহার পর ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেমন করিয়া সদ্য হত নরশোণিত পান করে, সে তেমন করিয়া বারম্বার লতিকার মুখ চুম্বন করিতে লাগিল।

[৯]

ধ্রুববাবুর শবদাহ করিয়া মণি যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন ভোর প্রায় পাঁচটা বাজিয়াছে। বাটী পৌঁছিয়া দেখিলেন, বাটীর অন্য সব দ্বার জানালা রুদ্ধ, শুধু তাঁহার বসিবার ঘরের দ্বারটা খোলা রহিয়াছে। বীরেন রাত্রে এই ঘরে শয়ন করিত। কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি বীরেনকে দেখিতে পাইলেন না; তাহার শয্যা দিনের বেলা যেমন গুটান থাকিত তেমনি গুটান রহিয়াছিল।

বাহিরে তখন বেশ একটু ভোরের আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ণিমার চাঁদটা তখন আকাশের এক কোণে বসিয়া ম্লান আভা বিকীর্ণ করিতেছিল। মণি মনে করিল, তাঁহার বন্ধু বোধ হয় প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। বীরেন যে প্রাতর্ভ্রমণে অভ্যস্ত এ কথাটা এতদিন তাঁহার জানিবার কোন সুযোগই হয়

নাই, আজ এই আবিষ্কারটা করিয়া মনে মনে তিনি বন্ধুকে তামাসা করিবার সঙ্কল্প আঁটিতে লাগিলেন।

লতিকা তখন ঘুমাইতেছে বুঝিয়া মণি আর অন্দরের দিকে না গিয়া বীরেনের বিছানাটা পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়িলেন। সারা রাত্রের অনিদ্রা ও পরিশ্রমে তিনি যথেষ্ট ক্লান্ত হইয়াছিলেন; শয্যায় শয়ন করিবামাত্র গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

তাঁহার যখন ঘুম ভাঙিল বেলা তখন প্রায় দশটা বাজিয়া গিয়াছে। উঠিয়া বসিতেই সারা বাটীটা যেন তাঁহার নিকট খালি খালি বোধ হইতে লাগিল;—সেটাকে তিনি উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা বলিয়া গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না। অন্দরের ভিতর হইতে কিরণের ক্রন্দনশব্দ আসিতেছিল। মণি বুঝিতে পারিলেন না তাঁহার স্নেহের দুলাল. কেন কাঁদিতেছে। সারা রাত্রি জাগরণে তখনও তাঁহার দেহ সুস্থ হয় নাই, একটু গরম চা এই সময় পান করা আবশ্যক। তাহার পর···হাঁ, এভাবে তাঁহার শুইয়া থাকিয়া সময় কাটাইবার অবসর ত মোটেই নাই, এখনও যে তাঁহার অনেক কার্য্য বাকী রহিয়াছে! নিঃসহায় প্রীতি যে একাকী তাহাদের বাড়ীতে পড়িয়া রহিয়াছে। এখনি তাহার একটা কিছু ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া উভয় হস্তে নেত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে তিনি ডাকিলেন,—"দুখিয়া!"

"হুজুর !"—বলিয়া ভৃত্য তখনই বাহির হইতে সাড়া দিল। পরক্ষণেই সে কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল।

মণি প্রশ্ন করিলেন,—"বীরেন কোথা রে ?—আজ এখনও চা হয়নি নাকি ?"

"বীরেনবাবু কোথায় তাত জানি না হুজুর ! আপনিও এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলেন দেখে আমি আর চা করিনি।"

"আচ্ছা, যা তুই শীগ্‌গির করে আমার চা-টা করে নিয়ে আয় দেখি !"—বলিয়া তিনি অন্দরের পথে অগ্রসর হইলেন। কাল রাত্রে যাইবার সময় তাড়াতাড়িতে লতিকাকে কোন কথা বলিয়া যাওয়া হয় নাই—নিশ্চয়ই বেচারা তাঁহার জন্য ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছে ! কথাটা মনে হইতেই আপনার এই ত্রুটীর কথা স্মরণ করিয়া তিনি বিশেষ লজ্জিত হইলেন। শুধু একটা মুখের কথা বলিয়া গেলে ত আর বেচারা লতিকাকে এতটা চিন্তিত হইতে হইত না।

আচ্ছা, তাঁহার এই সারারাত্রি অনুপস্থিতিতে সে কি মনে করিতেছে ?······ না লতি তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসে তাহাতে নিশ্চয়ই এই একটা রাত্রির অদর্শনে সে স্বামীর উপর বিশ্বাস হারায় নাই !··· না, না, এ একেবারেই অসম্ভব।

ভিতরের দিকে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন কিরণের ক্রন্দন কোলাহলটা ততই অধিক পরিমাণে তাঁহার কর্ণগোচর

হইতে লাগিল। অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন, পরিচারিকার কোলের উপর বসিয়া কিরণ কাঁদিতেছে, তিনি বালককে কাছে ডাকিলেন। পিতার কোলে উঠিয়া তাহার ক্রন্দনবেগ কতকটা প্রশমিত হইল। কিরণের চোখের জল কোঁচার খুঁটে মুছাইতে মুছাইতে মণি সস্নেহে প্রশ্ন করিল,—"কাঁদছ কেন বাবা ?"

পিতার স্নেহের পরশে বালক আবার ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"মা—এঁ্যা—এঁ্যা—কা—এঁ্যা—এঁ্যা—"

"মা বকেছে ? ভারি দুষ্টু ত মা ? আচ্ছা আমি তাকে খুব বকে দেব, কেমন ?"

বালক আবার দ্বিগুণ উৎসাহে ক্রন্দন আরম্ভ করিল।

"কি রে ?—তা হবে না ?"

"নাঃ !—এঁ্যা—এঁ্যা—"

"তবে কি করব বল ?"

"আমি মা কাছে যাব !"

"ওঃ ! এই কথা ? তা যাওনা !"—বলিয়া তিনি পরিচারিকার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"খোকার মা কোথায় গা ঝি ?"

পরিচারিকার মুখখানা শুকাইয়া উঠিল; একটা ঢোক গিলিয়া সে কোনমতে বলিল,—"তাত জানি না বাবু।"

মণি তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন,—"জান না ?—তার মানে ?"

"আমি সকাল থেকে তাঁকে দেখ্‌তে পাইনি।"

এ আবার কি কথা ?—মণির বক্ষের স্পন্দন ক্ষণেকের জন্য দ্রুত হইয়া উঠিল। লতিকা তবে কোথাও গিয়াছে নাকি ?—কিন্তু নাঃ! এখানে ত তাহার যাইবার মত পরিচিত স্থান একটাও নাই, তবে সে কোথায় যাইবে ? বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং সারারাত্রি বাড়ী ছিলেন না, সে অবস্থায় তাঁহার বিনা অনুমতিতে লতিকা যে কোথাও যাইতে পারে তাহা তাঁহার বিশ্বাসই হইল না। এ যে একেবারেই অসম্ভব!

ঝিয়ের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"ওপরে সব ঘর-টর গুলো খুজে দেখেছ ?—অসুখ করেনি ত তার ?"

"সব ঘরই ত দেখেছি বাবু, কিন্তু মা ঠাকরুণকে কোথাও দেখতে পেলুম না। বামুন মা বল্লে, কাল রাত্রিতে কেউ খায়নি—মা ঠাকরুণও না, বীরেনবাবুও না!"

"কিরণ কোথা ছিল ?"—পরিচারিকার কথা শুনিয়া মণির মুখখানা ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

"কাল সন্ধ্যের সময় ছাতে ঘুমিয়ে পড়লে মা ঠাকরুণ নীচেয় এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গেল, আমায় কাছে বসে হাওয়া করতে বলে গেল, তারপর থেকে আর তাঁকে দেখিনি।"

মণির বুকের মধ্যে একটা অননুভূত-পূর্ব্ব বেদনা জাগিয়া উঠিল। এসব কথার মানে কি ?...... লতিকা...... তাঁহার বড় আদরের লতিকা নাই ?......এঁ্যা ?—এও কি সম্ভব ? চন্দ্রে কলঙ্ক থাকিতে পারে কিন্তু লতিকার মত সারল্য-মণ্ডিত যাহার মুখখানি, তাহাতে কলঙ্কের সংস্পর্শ থাকা যে একেবারেই অসম্ভব ! প্রাণের মধ্যে কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল,—"না, না, এ একেবারেই অসম্ভব—সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য !"

কতকটা উদ্ভ্রান্তচিত্তে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। একটা একটা করিয়া সকল কক্ষ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু লতিকাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের শয্যা তখনও তোলা হয় নাই—সে বিছানা যেমন পাতা হইয়াছিল তেমনি পড়িয়াছিল, কেহ সে শয্যা স্পর্শও করে নাই।

হতাশভাবে মণি শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন,—লতিকা··· তাঁহার লতিকা গেল কোথায় ?··· তবে কি···তবে কি কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছিল ? ..... অমন নিষ্পাপ যাহার মুখখানি, সরলতা মাখা যাহার দৃষ্টি, তাহার অন্তরেও গরল থাকা সম্ভব।... ভগবান !...ভগবান !······এ কি ! মাথা ঘুরিয়া উঠে কেন ? মন ভাঙিয়া পড়িতে চাহে কেন ?······নারায়ণ, তবে কি সত্য সত্যই তাঁহার অদৃষ্ট ভাঙিয়াছে ?...

কথাটা মনে করিতেই অন্তরে তাঁহার নরকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কি সে তীব্র যাতনা! উদ্বেল বক্ষ উভয় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ অবধি তিনি বিহ্বলভাবে বসিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িল, এমন করিয়া বসিয়া থাকিবার তাঁহার অবসর নাই—কর্ম্ম-কোলাহলময় সংসারে অনন্ত কার্য্য এখনও তাঁহাকে সাধিতে হইবে।

ধীরে ধীরে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মাথাটা সহসা ঘুরিয়া উঠিল, পড়িতে পড়িতে তিনি খাটটা ধরিয়া কোনমতে পতন হইতে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইলেন। বাহিরে তেমনি নীল মেঘহীন আকাশতলে বিহগদল ফিরিতেছিল, তেমনি হরিৎ বৃক্ষ-গুলা বায়ুভরে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতেছিল, সবই ঠিক ছিল, ছিল না শুধু মণির মনের অবস্থাটা ঠিক পূর্ব্বের মত। এই ত মাত্র কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তিনি উপরে আসিয়াছিলেন কিন্তু তখনকার সহিত এখনকার এই অবস্থার কত পার্থক্য! এই কয়েক মিনিটে যে মণি আর এক মণিতে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছেন। মনের একটা কত বড় বিশ্বাসের মূল উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে তাহা চিন্তা করিবার অবধি অবসর তাঁহার ছিল না—বুঝি সে ধৈর্য্য, সে সামর্থ্যও তখন তাঁহার ছিল না।

জড় প্রস্তরমূর্ত্তির মতই তখন তাঁহার মুখখানা ভাবহীন হইয়া গিয়াছিল। নিখিল জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন এক মুহূর্ত্তে

কে কালী মাখাইয়া কাল করিয়া দিয়াছিল। কক্ষের মধ্যে তখনও বালারুণের স্বর্ণ-কিরণ খেলিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু তথাপি মণির মনে হইল সেটা যেন বড় অন্ধকার দেখাইতেছে! সহসা বাতাসটাও যেন কেমন ভারী হইয়া উঠিয়াছিল—শ্বাস প্রশ্বাস লইতে মণির কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু ছুটিয়া যে তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইবেন তাহারও উপায় ছিল না—পা দুইটা যেন পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিয়াছিল,—শুধু তাহাই নহে, থর থর করিয়া সে দুইটা কাঁপিতেও আরম্ভ করিয়াছিল।

কতকটা অসম্বদ্ধ চিন্তা মনের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল,—"লতিকা কলঙ্কিণী!...লতিকা বিশ্বাসঘাতিনী!...অত যে ভালবাস ত সে, সেটা কি সবই মিছে কথা—সবই ছলনা!......ভালবাসার কি কোন শক্তি নেই!......প্রাণভরা ভালবাসারও না!...এতটুকু শক্তি—যে শক্তিটুকু একটা মানব আত্মাকে শৃঙ্খলিত করে রাখ্‌তে পারে সেটা ত বড় বেশী নয়—ভালবাসার কি সে শক্তিটুকুও নাই!......লতিকা!......লতিকা!..."

মুখ তুলিয়া তিনি আকাশের দিকে চাহিলেন—মুক্ত নির্ম্মল আকাশ দিনের আলোকে হাসিতেছিল। মণির মনে হইল আকাশ যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

[১০]

দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া মণি ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিলেন। সম্মুখেই ঝি আসিয়া কিরণকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছিল। পুত্রকে দেখিবামাত্র তাঁহার মনের ব্যথাটা যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। ভবিষ্যতের একখানা ছবি তাঁহার কাতর প্রাণের মানশ্চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—এই সুন্দর নিষ্পাপ শিশু—আজ সে কল্পনা করিতেও অক্ষম যে, তাহার কত বড় সর্ব্বনাশ এক মুহূর্ত্তে ঘটিয়া গিয়াছে—সে যখন বড় হইয়া জনসমাজে যাইবে তখন তাহার দুরবস্থা কি হইবে? লোকের মুখও আর ঢাকা দিয়া রাখিবার উপায় নাই! তাহারা কিরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবে—ভ্রষ্টার পুত্র ঐ!—ছিঃ ছিঃ! কিরণ তখন লজ্জায় ঘৃণায় পথের ধূলি অপেক্ষাও আপনাকে অধম বলিয়া মনে করিবে না কি?...

হতভাগিনী কলঙ্কিনী, এমন করিয়া যদি সকল লজ্জা সরম জলাঞ্জলী দিয়া গেলি তবে ঐ নিষ্পাপ শিশুটাকে সেই সঙ্গে হত্যা করিয়া রাখিয়া গেলি না কেন ?... এ নিদারুণ অপমানের কশাঘাত সহ্য করা অপেক্ষা মরণটাও যে সহস্র গুণে বাঞ্ছনীয় !

কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর তাঁহার ক্রোধে ক্ষোভে পাগল হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে দেহে তাঁহার অবসাদ আসিয়া দেখা দিয়াছিল এখন সেই দেহেই আবার দানবীয় চাপল্য জাগিয়া উঠিল। নিষ্ফল আক্রোশে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া মণি পরিচারিকাকে বলিলেন,—রাঁধুনীকে আমার কাছে বাইরে পাঠিয়ে দাও গে ঝি!"—

মণির মুখের ভাব দেখিয়া বেচারা পরিচারিকার আতঙ্কের সীমা রহিল না। ভয়ে যেন তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। যতদিন হইতে সে মণির বাড়ী কাজ করিতেছে, তত-দিনের মধ্যে আর কোনদিন সে তাঁহাকে এরূপ অবস্থায় দেখে নাই। কিরণকে লইয়া আস্তেব্যস্তে সে উঠিয়া গেল।

মাতালের মত টলিতে টলিতে মণি বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। ভৃত্য তাঁহার সম্মুখে উষ্ণ চায়ের পেয়ালা রাখিয়া দিয়া গেল। সেদিকে তাঁহার তখন মোটেই দৃষ্টি ছিল না। বাহিরের দিকে চাহিয়া লতিকার কথাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।—

পরিচারিকার নিকট সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধা পাচিকা ভয়ে ভয়ে মণির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মণি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—"তোমাদের মা ঠাকৃরুণ কোথায় জান?"

"না বাবু, কাল রাত্তির থেকে আমি তাঁকে দেখিনি।"

"কাল রাত্তির থেকে!"

"হ্যাঁ! রাত্তির ন'টা বেজে দশটা বাজতে গেল, তবু কেউ খেতে আসেনা দেখে আমি ছাতে ডাকতে গেলুম, গিয়ে দেখি সেখানে কেউ নাই! ঝিকে এসে জিগ্‌গেস করলুম, 'বলি মা কোথা গেল লা?' ঝি কোন জবাব দিল না। তখন আমি বার কতক চেঁচিয়ে ডাকলুম, কিন্তু কারো সারা শব্দ পেলুম না। তাই ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে আমি ভাত-টাত বেড়ে রান্নাঘরে ছেকল দিয়ে বাড়ী চলে গেলুম।"

মণি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। রাত্রি ন'টার সময় ত তিনি বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন, কই তখনও ত কিছুই জানিতে পারেন নাই।"

পাচিকা মণিকে নীরবে চিন্তা করিতে দেখিয়া আরও কিয়ৎক্ষণ অবধি দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল।

সহসা প্রীতির কথাটা তাঁহার মনে পড়িল। নিঃসহায় সদ্য পিতৃশোক-কাতরা বেচারা প্রীতির কথাটা এতক্ষণ তিনি কি

করিয়া যে বিস্মৃত হইয়াছিলেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সকাল বেলাই তাহার একটা ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া তাহাকে বুঝাইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু এই আকস্মিক বিপৎপাতে বেলা তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা হইয়া গেলেও প্রীতির নিকট যাইবার তাঁহার অবসর হয় নাই।

ভৃত্যকে ডাকিয়া তিনি একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী আনিতে আদেশ দিলেন; তাহার পর প্রীতিকে লইয়া কি করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পার্শ্বে পড়িয়া উষ্ণ চা-ট তখন আমানী হইয়া গিয়াছিল। বাটীটা নীচে নামাইয়া রাখিয়া তিনি অস্থিরচিত্তে কক্ষের মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

গতকল্য তিনি স্থির করিয়াছিলেন, প্রীতিকে আনিয়া লতিকার হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন, কিন্তু আজ যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে তাঁহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। প্রীতিকে লইয়া কোথায় যে তিনি রাখিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাহার পর শিশু কিরণ রহিয়াছে। তাহাকেই বা দেখে কে? তাঁহার বর্ত্তমান মনের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে কিরণকে এখন তিনি স্বয়ং কিছুতেই দেখিতে পারিবেন না।

সহসা তাঁহার মনে একটা মতলব জাগিল। ভৃত্য গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন,—"দেখ দুখী,

তোদের মা ঠাকরুণ হঠাৎ আমায় না জানিয়েই বাপের বাড়ী চলে গেছেন—এই চিঠিখানা থেকে তা আমি এতক্ষণে টের পেলুম। ঝিকে বলগে, কিরণকে একটু থামিয়ে রাখতে, আমি এখুনি গিয়ে আমার এক আত্মীয়াকে নিয়ে আসছি, সেই সংসারপত্র সব দেখবে।”—বলিয়া তিনি বরাবর গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

মণি যখন প্রীতিদের বাটী গিয়া উপস্থিত হইলেন তখন অনেকটা বেলা হইলেও উনানে তখনও আগুণ পড়ে নাই বা রন্ধনাদির কোন উদ্‌যোগ আয়োজন হয় নাই। চাকরটা বাহিরে বসিয়া বসিয়া বিঁড়ি টানিতেছিল। মণিকে দেখিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল। অন্দরে ঢুকিতেই মণি দেখিতে পাইলেন, পরিচারিকা একটা কক্ষের মধ্যে শয়ন করিয়া নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে। প্রীতি সেখানে ছিল না। পর পর আরও দুই একটা ঘর দেখিবার পর মণি দেখিতে পাইলেন, একটা জানালার ধারে গালে হাত দিয়া প্রীতি জড়পদার্থের মত বসিয়া আছে। সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া এবং দারুণ মনঃকষ্টে তাহার চোখের কোলে কালি পড়িয়াছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ দুইটা জবাফুলের মতই লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

মণির পায়ের শব্দ পাইয়াও সে মুখ ফিরাইল না বা কোন

কথা কহিল না। মণি ধীরে ধীরে গিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া ডাকিলেন,—"প্রীতি !"

চমকিয়া প্রীতি ফিরিল বলিল।—"মণি বাবু !"

"এখানে আর বসে থেকে কি হবে প্রীতি ?—আমার বাড়ী চল !"

"কিন্তু এই সব জিনিষপত্র ?"

"সব ব্যবস্থা আমি করব। আপাততঃ বাড়ীটা চাবি দেওয়া থাক।"

প্রীতির মণির বাটীতে যাইবার কোনও বাধা ছিল না। তাহার উপর মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতা যে তাহাকে মণির হাতেই সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন—তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে হইবে মণিই যে সে সমস্ত করিবেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে প্রীতি উঠিয়া দাঁড়াইল। মণি বাড়ীটায় চাবি দিবার ব্যবস্থা করিতে গেলে সে আর একবার যে কক্ষে পিতার শেষ নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইয়াছিল সেই কক্ষটা দেখিয়া লইল।

দুঃখের সময় মানুষ কাঁদিয়া থাকে, কিন্তু আবার যখন সেই দুঃখটা অতি বড় আকার ধারণ করে তখন আর অশ্রু ঝরিতে দেখা যায় না। অন্তরের তপ্ত-শ্বাসে অশ্রু বাষ্পে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। প্রীতির অবস্থাও তাহাই হইয়াছে।

অন্তরের মধ্যে ব্যথা ও অশ্রুজল পাকাইতে থাকিলেও বাহিরে আর কণামাত্রও দেখা যাইতেছিল না। কক্ষের দ্বারটা রুদ্ধ করিয়া দিয়া সে মনে মনে বলিল,—"বাবা, এতদিন একদিনের জন্যেও তোমায় ছেড়ে থাকিনি—আজ যদি জন্মের মত ছেড়ে গেলে তবে যেন স্নেহের কন্যাকে ভুলো না!"—দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার গণ্ড প্রবাহিত হইয়া ঝরিয়া পড়িল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মণি বাটী রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রীতি পূর্ব্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিল। মণি তাহাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

সমস্ত পথটা উভয়েই নীরবে কাটাইয়া দিলেন। সদ্য পিতৃশোকপ্রাপ্ত প্রীতির কথা কহিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। মণি নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন, কেমন করিয়া লতিকার কথা পাড়িবেন, কাজেই নীরবে সারা পথটা কাটিয়া গেল। বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া মণি বলিলেন,—"প্রীতি, আমার সংসার একেবারে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে রয়েছে—একটু দেখো তুমি। কাজের মধ্যে থাকলে মনটাও কতকটা ভাল থাকবে!"

প্রীতি বিস্মিত হইল,—"কেন আপনার স্ত্রী এখানে ছিলেন না?"

ক্ষোভে বেদনায় মণির মুখখানা লাল হইয়া উঠিল,—"ছিল,

কিন্তু কাল রাত্রে যে কোথায় গেছে তা কেউ জানে না। পাছে কথাটা জানাজানি হয় এই ভয়ে আমি বাড়ীর চাকর দাসীর কাছে বলেছি যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে সে বাপের বাড়ী চলে গেছে।”

প্রীতি তাঁহার মুখের করুণ বেদনাভরা ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল পত্নীর এই হঠকারিতায় মণি মনে কতটা কষ্ট পাইয়াছেন! সে সেকথার আর কোন আলোচনা না করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিল। মনে ব্যথা পাইবেন ভাবিয়া সে নীরব থাকিলেও ব্যাপারটা তাহার নিকট মোটেই স্পষ্ট হইল না।

মণির বাটীর সম্মুখে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলে মণি নামিয়া পড়িয়া প্রীতিকে নামাইলেন। বাটীর মধ্যে কিরণের ক্রন্দন শব্দ তখনও শোনা যাইতেছিল। প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—“এই কিরণকে নিয়েই সকলের চেয়ে বিপদে পড়েছি।”

“কিরণ কে মণিবাবু?”

“আমার ছেলে—”

নতমুখে প্রীতি বলিল,—“তারজন্যে আপনাকে একটুও ভাবতে হবে না, আমি তাকে দেখবধ’ণ মণিবাবু!”

কিরণকে শান্ত করিতে পারিবে কি না সে বিষয়ে মণির মনে

মনে বিশেষ সন্দেহ থাকিলেও সে যে কচি ছেলে মানুষ করিবার ভার লইতে সম্মত আছে শুধু এই কথাটাই তাঁহার মনে যথেষ্ট তৃপ্তি দান করিল।

একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া তিনি তাহাকে লইয়া অন্দরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

[১১]

স্বামীর দুষ্কর্ম্মের চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়া লতিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাহার চেতনা হইল তখন দুই চক্ষে সে কিছুই দেখিতে পাইল না, শুধু বক্ষের উপর কাহার একখানা হাত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং চতুর্দ্দিক বিকট অন্ধকারে আবৃত ছিল; আর একটু চেতনা লাভ করিয়া সে বুঝিতে পারিল গাড়ী করিয়া সে কোথাও চলিয়াছে; কিন্তু কোথায় চলিয়াছে বা কেন চলিয়াছে তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না—পার্শ্বে যে কে বসিয়া আছে তাহাও বুঝিতে পারিল না।

ক্ষীণকণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল,—"আমি কোথায়?"

"তুমি গাড়ীতে লতি!"

লতিকা চমকিয়া উঠিল; এ কে? এত তাহার স্বামীর

কণ্ঠস্বর নহে!—তবে কে এ পরস্বাপহারী দস্যু ? দুই হস্তে সে হাতখানাকে আপনার বুক হইতে সরাইয়া দিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া রূঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—"কে তুমি ?"

লোকটা ব্যাকুল আগ্রহে দুই হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া লতিকার মুখচুম্বন করিতে উদ্যত হইয়া বলিল,—"আমায় চিন্‌তে পারছ না প্রিয়তমে ?—আমি যে বীরেন !"

সজোরে একটা ধাক্কা দিয়া বীরেনের চুম্বনোদ্যত মুখখানা সরাইয়া দিয়া লতিকা বলিল,—"তুমি কি ভদ্রলোকের ছেলে ? যে বন্ধু তোমায় ভায়ের মত নিঃসঙ্কোচে আপনার সংসারে স্থান দিয়েছিল, তার স্ত্রীর গায়ে হাত দিতে তোমার এতটুকু লজ্জা হল না ?—ছেড়ে দাও বলছি আমায় !"

লতিকার তিরস্কার তীব্র কষার মত বীরেনকে আঘাত করিল। আপনা হইতেই তাহার বাহুবন্ধন শ্লথ হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে লতিকা গাড়ীর অপর আসনে উঠিয়া গিয়া বসিল। তাহার পর তেমনি রূঢ়কণ্ঠে বলিল,—"আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? এখুনি আমায় আমাদের বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে চল। কিরণের শরীর ভাল নেই, তারপর স্বামীও বোধহয় এতক্ষণ বাড়ী ফিরে এসেছেন !"

বীরেন বলিল,—"কিন্তু মণির কাজ নিজে চোখে দেখেছ ত লতি !"

"হ্যাঁ দেখেছি—দেখে মহাপাতক করেছি। স্বামীর চরণ ধরে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।"

"কিন্তু পাপী সে আর ক্ষমা—"

বাধা দিয়া লতিকা বলিল,—"তিনি সহস্র পাপ করলেও তিনি আমার স্বামী—আমি তাঁর স্ত্রী—শিষ্যা—সেবিকা। তাঁর অপরাধের বিচার করবার শক্তি আমার নেই—সে অধিকারও নেই আমার। তোমার মত নীচ ঘৃণ্য যার মন সে বুঝতে পারবে না স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কত মধুর—কত দায়িত্বপূর্ণ। আমায় বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে চল।"

অন্ধকারে বীরেনের মুখের ভাব লক্ষ্য করা গেল না—আলোক থাকিলে লতিকা দেখিত সে মুখ পৈশাচিক আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল। নীরস গম্ভীরকণ্ঠে বীরেন বলিল,—"স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যতই মধুর, যতই দায়িত্বময় হোক তোমার আর মণির কাছে ফিরে যাবার কোন উপায়ই নেই। বাইরে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে—আমরা মধুপুর থেকে অনেকটা দূরে এসে পড়েছি। এখন এখান থেকে ফিরে যেতে অন্ততঃ পক্ষে ছ' ঘণ্টা লাগবে। ওদিকে মণি এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে তুমি আমার সঙ্গে কুলত্যাগ করে এসেছ, এ রকম অবস্থায় ফিরে যাওয়া না যাওয়া দুই সমান—সে বাড়ীতে আর কোনদিন তোমার জায়গা হবে না।"

"জায়গা হবে না কেন ?"

"তুমি যে লোকের চোখে কুলত্যাগিনী।"

কথাটা ঠিক তপ্ত শেলের মতই লতিকার বক্ষে গিয়া বিদ্ধ হইল। মরণাহত হরিণী যেমন ব্যাধশরবিদ্ধ হইয়া মরণযাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, লতিকার অবস্থাও ঠিক তেমনি হইল। কুলত্যাগিনী সে!...স্বামী আর তাহাকে গ্রহণ করিবেন না!... নিষ্পাপ যাহার প্রাণ......কল্পনাতেও যে কোনদিন পাপ করে নাই, তাহার এই সামান্য এক মুহূর্ত্তের ভুলে এতখানি সাজা ?... তাহার জীবনসর্ব্বস্ব, স্বামী—যাঁহাতে সে আপনার সব সত্তাটুকু মিশাইয়া দিয়াছে, আর আজ তাঁহাকে সে তাহার বলিতে পাইবে না ?...ভগবান...ভগবান!...এমনি করিয়া কি একটা নিষ্পাপ নারীকে যাতনাবর্ত্তে ফেলিয়া দিতে হয় ?...এমনি করিয়া তাহার দুই কুল ধুইয়া দিতে হয় ?.........স্বামী, যাঁহার পূজার জন্য এই নারী-দেহ, তিনিই যদি তাহাকে গ্রহণ না করেন তবে কি হইবে আর এই ব্যর্থ নারীজন্ম লইয়া............এস মরণ—এস তাপিতের আশ্রয়, তোমার কোলে আশ্রয়লাভ করিয়া ব্যথিতা লতিকা শান্তি লাভ করুক!...কিন্তু...কিন্তু......কিরণ—তাহার কিরণ ?—সেও কি আজ তাহার পর ?...ওরে বাপ, ওরে বাছা আমার!.........আর তোকে বুকে চাপিয়া ধরিতে পাইব না—আর তোর কুসুম-পেলব ওষ্ঠ চুম্বন করিতে পাইব

না ?—কিরণ.........আমার কিরণ ! ....আমার—ওরে আমার”...

তাহার দুই গণ্ড প্রবাহিত হইয়া দর দর ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মাথার মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হইল। বাহিরে তখন প্রভাতের আলোক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। গাড়ীর পাখীর ভিতর দিয়া সে আলোক কতকটা গাড়ীর মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু লতিকা তাহা দেখিতে পাইল না ; তাহার অশ্রুরুদ্ধ নয়ন সম্মুখে যেন অমার কালিমা ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

কিরণের হাস্যোজ্জ্বল কচি মুখখানির ছবি তাহার মানস-নেত্রের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে দেখিতে লাগিল, হাসিতে হাসিতে কিরণ যেন মা মা বলিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। জননী-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-পীযুষ একমুহূর্ত্তে চন্দ্রমা-আকৃষ্ট সমুদ্র বারির মত উছলিয়া উঠিল,—একমুহূর্ত্তে পথভ্রান্তা শোকক্লান্তা নারী স্থান কাল সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেল—শুধু রহিল মাতৃত্ব ! সে যে মা, আর সম্মুখে যে তাহারই শিশু মা মা রবে বাহুবিস্তার করিয়া তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে ; মাত্র এই—এই দুইটা কথাই তাহার মনে রহিল। আপাদমস্তক তাহার উত্তেজনায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ব্যাকুল আগ্রহে কল্পিত কিরণের দিকে দুই বাহু বিস্তার করিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—“আয় বাবা, এই যে আমি কিরণ !”

পরক্ষণেই সে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিল,—কিরণ নাই—কিরণ আসিবে না। ওহো-হো!...ভগবান! আজ সে লোকচক্ষে কুলটা! বিপুল উত্তেজনার পর গভীর অবসাদে তাহার দেহ ভরিয়া গেল। থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

গাড়ীর অপর আসনে বসিয়া বীরেন সম্ভ্রমপূর্ণ-দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত দেহে জড়ের মত নীরবে বসিয়া রহিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে ভুলিয়া গেল যে লতিকা যুবতী—সে লতিকা সুন্দরী—শুধু এইটাই তখন তাহার মনে জাগিয়া রহিল যে লতিকা সন্তানের মা!

[১২]

মধুপুর হইতে কয়েকটা গ্রাম পার হইয়া আসিয়া বীরেন একটা ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে আশ্রয় লইয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইখানি মৃৎকুটীর। একটী বৃদ্ধা ছিল এই কুটীর দুইখানির অধিকারিণী। বৃদ্ধার সম্মতিক্রমে ইহারই একখানিতে বীরেন লতিকাকে লইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। লতিকা সেই যে গাড়ীর মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল তাহার পর আর দুইদিন ধরিয়া তাহার মোটেই চৈতন্য সম্পাদন হয় নাই। বীরেন তাহার রকম দেখিয়া বড়ই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। পুরুষ মানুষ সে, সেবা শুশ্রূষার বড় একটা ধার ধারিত না। বৃদ্ধাকে পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হওয়ায় বৃদ্ধা লতিকার সেবার ভার লইল। সেইদিন রাত্রে লতিকার চেতনার সঞ্চার হইল। চোখ চাহিয়াই সে পার্শ্বে হাত বাড়াইয়া কাহাকে খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু তাহাকে না

পাইয়া সে বৃদ্ধার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল,—"আমার কিরণ কোথায় ঝি ?"

বৃদ্ধা লতিকার কথায় বিশেষ আহত হইল,—"আ মরণ আর কি ! ঝি !--নবাবের মাগ আমায় ঝি বলতে এসেছে ! মুখে আগুন !"

বৃদ্ধার সমস্ত কথাগুলার অর্থ লতিকার হৃদয়ঙ্গম না হইলেও সে তাহার কণ্ঠস্বরটা স্পষ্ট শুনিতে পাইল। অপরিচিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে বলিল,—"তুমি ত আমাদের ঝি নও ?—কে গা তুমি ?"

এইবার বৃদ্ধা কতকটা নরম হইল। সে যে তাহাদের পরিচারিকা নহে পরন্তু ভ্রমক্রমেই লতিকা তাহাঁকে পরিচারিকা মনে করিয়াছিল এই সত্যটা তাহার উদ্ধত ক্রোধের উপর শীতল জলের কাজ করিল। নরমস্বুরে সে বলিল,—"আমি থাকির মা গো বাছা, আমারই বাড়ীতে তোমরা আজ দু'দিন আছ।"

বিদ্যুদ্দীপ্তির মত লতিকার সকল কথা মনে পড়িয়া গেল।—সে গৃহত্যাগিনী—সে বিশ্বাসঘাতিনী !—হা ভগবান ! যতদিন দেহে এ পোড়া প্রাণ থাকিবে ততদিনই কি এই মিথ্যা অপবাদের কাঁটা অন্তরের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করিতে থাকিবে ?—এ কাঁটা কি তুলিয়া ফেলিবার উপায় নাই—এ কলঙ্ক কি মোছা যায় না ?

লতিকা শুইয়া শুইয়া আপনার অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। কত সহজে মানুষ আপনার অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে! তাহার আজ কিসের অভাব? অমন রূপবান স্বামীর হৃদয়ভরা ভালবাসা সে পাইয়াছিল—পরিপূর্ণ লক্ষ্মীশ্রীতে সংসার ঝলমল করিতেছিল, সুকুমার কিরণ তাহার নারী-জীবনকে মাতৃত্বের গৌরবে ভরিয়া দিয়াছিল;—আর কি চাহিবার আছে? —কি তাহার ছিল না? এই সব সুখ—সমস্ত গৌরব সে এক মুহূর্ত্তের অন্তর-দৌর্ব্বল্যে হারাইয়া ফেলিয়াছে—ওহো-হো হারাইয়া ফেলিয়াছে—আর আশা নাই—খুঁজিয়া পাইবার কোনই আশা নাই!...ভগবান কেন তাহার অন্তরে মুহূর্ত্তের জন্য শয়তানকে প্রবেশ করিতে দিলে—কেন তখন তাহার এ দুর্ম্মতি হইল!—কেন সে স্বামীর কাছে সকল কথা শুনিবার প্রতীক্ষা না করিয়া এমন করিয়া দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সে বীরেনের প্রলোভনে ভুলিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল......নারায়ণ, এই অজ্ঞানকৃত পাপের কি অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই? ....এই জীবনব্যাপী অনুশোচনা ও অশ্রুপাত করিতেই হইবে?

তাহার অশ্রু ছল ছল নয়ন হইতে হৃদয়-শোণিতের মতই প্রাণের দুঃখ দ্রব আকারে উপাধানের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কাঁদ নারী—এক মুহূর্ত্তের অনবধানতায় যে ভুল করিয়া ফেলিয়াছ, জীবনব্যাপী অশ্রু দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর!

কতক্ষণ যে সে এইভাবে অশ্রান্তভাবে অশ্রুত্যাগ করিয়াছিল তাহা সে জানে না। সহসা তাহার পরিচিত নামের উচ্চারণ শুনিয়া সে চমকিয়া ফিরিল।

"লতি!"

মুখ ফিরাইতেই সে দেখিতে পাইল বক্তা বীরেন। সে মনে করিয়াছিল তাহার স্বামী আসিয়াছেন—এমনি আদর করিয়া "লতি" কখনও বা "লতা" বলিয়া তিনি তাহাকে ডাকিতেন, কিন্তু যখন সে তাহার স্বামীর পরিবর্ত্তে বীরেনকে দেখিতে পাইল তখন সে আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। একটা বুকভরা দীর্ঘশ্বাস বায়ুস্তরে মিশিয়া গেল; অস্ফুটকণ্ঠে সে বলিল,—"ওঃ! তুমি!"

বীরেন তাহার শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল—"কেমন আছ লতি?"

নীরস কণ্ঠে সে উত্তর দিল,—"ভাল আছি।"

কিয়ৎক্ষণ অবধি বীরেন নীরব রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—"দু' একদিনের মধ্যে ভাল হয়ে উঠলেই আমরা এখান থেকে চলে যাব, কি বল লতি?"

"কেন বীরেন বাবু?"

"এ জায়গাটা তেমন ভাল নয়।"

"কোথায় যাব বীরেন বাবু?"

"যেখানে তোমার ইচ্ছে, বল্লেই নিয়ে যাব।"

"যমের বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে?"

পাপী মরণকে বড় ভয় করে। ঐ অন্ধকারাবৃত যবনিকার অন্তরালে তাহার জন্য কি সঞ্চিত আছে তাহা কে বলিয়া দিবে? সেই কথা চিন্তা করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল—ও কথা কেন লতি?"

"ঐ যে আমার একমাত্র গন্তব্যস্থান।"—তাহার পর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল,—"বীরেন বাবু, তুমি না একদিন আমায় বড় ভালবাস বলেছিলে?—এখনও তেমনি বাস?"

আনন্দে বীরেনের অন্তর নাচিয়া উঠিল;—সাগ্রহে সে বলিল,—"নিশ্চয়ই লতি—আমার এ ভালবাসায় এতটুকু ছলনা বা চাতুরী নেই।"

"বেশ, তবে আমার একটা অনুরোধ রাখ—আজ এখুনি তুমি আমায় ছেড়ে এ বাড়ী থেকে চলে যাও—জীবনে আর কোনদিন যেন তোমায় আমায় আর সাক্ষাৎ না হয় এই আমার অনুরোধ।"

একমুহূর্ত্তে বীরেনের আনন্দ নৈরাশ্যে পরিণত হইল। ব্যাকুলকণ্ঠে ভক্ত যেমন করিয়া দেবতার চরণে প্রাণের বাসনা জানায় তেমনি করিয়া সে বলিল,—"তোমায় ছেড়ে কি করে থাকব লতি?—তুমি যে আমায় পাগল করেছ।"

একমুহূর্ত্তে লতিকার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। মর্দ্দিত-লাঙ্গুল ব্যাঘ্রীর মত সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"তোমার ঐ মানুষের দেহটার মধ্যে কি মানুষের প্রাণ এতটুকুও নেই ?—আমার কি সর্ব্বনাশটা তুমি না করেছ, স্বামী পুত্র থেকে বঞ্চিত করেছ—রমণী জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা যা কিছু সবই আমার ছিল, শুধু তোমার জন্যে তা হারাতে হয়েছে—এখন একমাত্র সম্বল আমার ইহকাল পরকাল—নারীজীবনের গৌরব!—নরকের কুক্কুর, স্বামী-বঞ্চিতা, পুত্র-হারার অভিসম্পাত যদি কুড়বার অভিলাষ না থাকে তবে এইবেলা নিজের পথ দেখ!"

বীরেন তাহার মুখের ভাব দেখিয়া দুই মুহূর্ত্ত অবধি নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। সহসা তাহার মনটা কঠিন হইয়া উঠিল। লতিকা যখন স্বামী পুত্রের মধ্যে ছিল, জগতে যখন তাহার একটা উচ্চ আসন ছিল তখন তাহার মূল্যও স্বতন্ত্র ছিল; কিন্তু আজ তাহার মূল্য কি ? জগতের চক্ষে সে আজ কুলটা। একমাত্র মূল্য তাহার এই হিসাবে যে অতুল রূপ ও পরিপূর্ণ যৌবন তাহাতে বিদ্যমান, কিন্তু তাহাই বলিয়া বীরেন বার বার তাহার কটুভাষা সহ্য করিবে কেন ? সহসা তাহার মন বাঁকিয়া দাঁড়াইল। শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বে কৃপাভরেই কতকটা সে প্রশ্ন করিল,—

"শেষবার সাধছি তোমায় লতিকা, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল না। ভেবে দেখ আমি যদি তোমার কথামত চলে যাই তবে তোমার কি দুর্দ্দশা হবে—ভেবে দেখ—"

বাধা দিয়া লতিকা বলিল,—"ভেবে দেখবার আমার আর কিছু নেই। লক্ষ্মীকে যখন লাথি মেরে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়েছি তখন ভেবে দেখবার কথাটা একবারও আমার মনে হয়নি, তবে এখন অলক্ষ্মীকে বিদেয় করবার সময় আবার ভেবে দেখব কি ?—তুমি বলছ তুমি চলে গেলে আমায় কে দেখবে ?—যম—যম! আবার দেখবে কে ? যে কাজ আমি করেছি একা যম ছাড়া আর কারো দয়ার পাত্রী আমি কোনমতেই হতে পারি না! তুমি যাও—আমার জীবনের অভিসম্পাত, অদৃষ্টের কুগ্রহ—এই মুহূর্ত্তে তুমি বিদেয় হও! যদি আবার কোনদিন আমায় বিরক্ত করবার জন্যে মন চঞ্চল হয়, তবে তোমার মা বোনের কথা সেদিন ভেবে দেখো—যদি তারা তোমার মত অবস্থায় পড়ত আর তোমার মত সহৃদয় আর কেউ তাদের প্রেম জানাতে যেত, সে সময় তা হলে ছেলে তুমি—ভাই তুমি—সেটা দেখে মনে মনে তোমার কত তৃপ্তি হত, শুধু কল্পনার চোখে সেইটে চিন্তা করে দেখো!"

তীব্র কশার মত জ্বালাময়ী বাক্যগুলা বীরেনের অন্তরে গিয়া আঘাত করিল। সহসা তাহার মৃতা জননীর ভৎর্সনাপূর্ণ

নয়ন দুইটা তাহার মনশ্চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। অস্ফুট স্বরে বার দুই সে 'মা! মা!' বলিয়া চীৎকার করিয়া দ্রুতপদে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পর দাওয়ার এক কোণে জড় করা তাহার জামাটা গায়ে দিয়া ক্ষুদ্র একটা পুলিন্দা বগলদাবার মধ্যে গোপন করিয়া লইয়া দ্রুতপদে সে স্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বাহিরে তখন দারুণ অন্ধকার। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সে পুলিন্দাটা টিপিয়া টিপিয়া অনুভব করিল। তাহার মধ্যে সে লতিকার গহনাগুলি সযত্নে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। গাড়ীর মধ্যে সে যখন দ্বিতীয়বার সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল সেই সময়ে সে তাহার অঙ্গ হইতে যতগুলা পারিয়াছিল গহনা খুলিয়া লইয়াছিল। শুধু পারে নাই কাণের দুল দুইটা আর মাথার কাঁটা দুইটা। চোর যেমন হৃত দ্রব্যগুলা বারম্বার সাবধানে রক্ষা করিবার প্রয়াস পায় বীরেন তেমনি করিয়া মুহুর্মুহু বিভিন্ন স্থানে গোপন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। কিন্তু কোনস্থানে রাখিয়াও তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না। কি জানি, কেন জিনিষগুলা হারাইয়া ফেলিবার ভয়ে তাহার মনটা অহেতুক ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

১৩

লতিকার কর্ণে দুল ও মাথার ফুল দুইটা ছাড়া সারা অঙ্গে যে আর একখানিও গহনা ছিল না সেদিকে তাহার লক্ষ্য মাত্রও ছিল না। সে তখন শুইয়া শুইয়া আপনার দুরাদৃষ্টের কথাই চিন্তা করিতেছিল। বীরেন কক্ষ হইতে চলিয়া গেলে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াই পাশ ফিরিয়া শুইল। অতঃপর সে কি করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

রূপ—যে রূপ একদিন তাহার নিকট ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে হইয়াছিল সেই রূপটাই আজ তাহার এই আশ্রয়হীন অবস্থায় সকলের চেয়ে বড় শত্রু বলিয়া মনে হইল। জীবনের অভিসম্পাত স্বরূপ এই রূপ লইয়া সে যেখানেই যাইবে সেইখানেই মধুগন্ধ-আকৃষ্ট মক্ষিকাকুলের ন্যায় বিপদের রাশি আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ধরিবে। কি করা যায় এই রূপ লইয়া?

আবাল্য এই রূপের প্রসাধনে কত অর্থ ও সময় ব্যয়িত হইয়াছে কিন্তু আজ সেই চিরআদরের রূপ—যে রূপ দেখিয়া চঞ্চল পুরুষ চুম্বক-আকৃষ্ট লোহখণ্ডের মত আপনার সবটুকু নারীর করে তুলিয়া দেয়, সেই রূপই আজ তাহার অস্বস্তির সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়? মনে মনে সে নানারূপ সম্ভব অসম্ভব উদ্ধার উপায় কল্পনা করিল, কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষম তাহার কোনটাই নহে।

শেষে তাহার মনে হইল আত্মহত্যা করিয়া এই অনাবশ্যক প্রাণের শেষ করিয়া ফেলিবে, কিন্তু তখনই তাহার মনশ্চক্ষের সম্মুখে কিরণের কচি মুখখানি ভাসিয়া উঠিল। মরি! মরি! কি অমিয়-মধুর মুখখানি! ভগবান, একি কঠিন স্নেহের নিগড়—যাহা দিয়া তুমি জননীর প্রাণ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছ? এ নিগড়ের বন্ধনমুক্ত হইয়া মরিতে পারাও যে অসম্ভব।

"কিরণ! কিরণ!...বাবা আমার!"—অন্তর তাহার গুমরিয়া উঠিল। আর কি বাছার সে মুখচন্দ্র দেখিতে পাইবে? আর কি তাহাকে "আমার কিরণ!" বলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিতে পারিবে...ভগবান! ভগবান! অভাগিনীকে যদি সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে তবে হৃদয়ে এ স্নেহের স্রোত রাখিয়া দিলে কেন?—এমন করিয়া নিষ্ঠুর সাজা দিবার পূর্ব্বে মরণ

দিলে না কেন?...এস মৃত্যু!—এস নিষ্ঠুর, শীতল মৃত্যু, অভাগিনীকে তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া তাহার সকল যাতনার অবসান কর!"

সারারাত্রি ধরিয়া সে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইল। দেহের মধ্য হইতে একটা জ্বালা বাহির হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ করিয়া দিতেছিল। তাহার পর বারম্বার কিরণের লাবণ্য-ঢল-ঢল মুখখানি তাহার অন্তরে জাগিয়া তাহাকে অধিকতর ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সারারাত্রি ধরিয়া সে শুধু চিন্তা করিতে লাগিল—কি করিলে সে আবার তাহার অন্তরের নিধি কিরণকে বুকে করিতে পাইবে?...কি করিলে? ...কেমন করিয়া?...তাহার জন্য যদি তাহাকে অতি ছোট উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় তাহাও স্বীকার—প্রতিদানে শুধু কিরণকে কাছে পাইবার—বুকে করিবার অধিকার পাইলেই সে কৃতার্থ হইবে।

প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শে সে একটু ঘুমাইয়া পড়িল। অধিকক্ষণ কিন্তু সে নিদ্রা-সুখ উপভোগ করিতে পারিল না। থাকির মা আসিয়া তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত করিল। স্বভাব-কর্কশ কণ্ঠে সে তাহাকে বলিল,—"বাবুটী কাল রেতে সেই যে বেরিয়ে গেল এখনও ত কই ফিরে এলো না?"—বলিয়া লতিকার মুখের দিকে চাহিয়াই সে চমকিয়া উঠিল,—কি

সর্ব্বনাশ, তোমার যে বসন্ত হয়েছে গো! এই ক'দিন থেকে আমাদের গেরামে অসম্ভব রকম বসন্ত হচ্ছে!"

সর্ব্বাঙ্গ লতিকার ব্যথায় ভরিয়া গিয়াছিল। তাহার যে বসন্ত হইয়াছে এই সংবাদ সে যদি স্বামী পুত্রের মধ্যে থাকিতে শুনিতে পাইত তবে বোধহয় আতঙ্কেই সে এতক্ষণ অর্দ্ধমৃতা হইয়া পড়িত, কিন্তু স্বামী পুত্রের নিকট হইতে দূরে আসিয়া সে আজ এ সংবাদে ভীত হওয়ার পরিবর্ত্তে বরং আনন্দিতই হইল। মনে মনে সে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিল,—"বিশ্ব-বিপদ-হন্তা আজ তোমার পবিত্র আশীর্ব্বাদরূপে যে ব্যাধি আমার শরীরে দিয়েছ তাতে হয় এ অনাবশ্যক জীবনের যবনিকা ফেলে দিয়ো, আর তা না হয় ত আমার সবটুকু রূপ মুছে দিয়ে এমন করে দিয়ো যাতে আমাকে দেখে আর কেউ লতিকা বলে চিনতে না পারে।"

—লতিকার উত্তরের জন্য কিয়ৎক্ষণ অবধি অপেক্ষা করিয়া থাকির মা বলিল,—"তা সেজন্যে বাছা তোমার ভাববার দরকার নেই, আমি যতটুকু পারি তোমার সেবা করব। তোমরা কি জাত গা?"

"ব্রাহ্মণ?"

"বামুন?—কি সর্ব্বনাশ! দেবতা!"—তাহার পর কিয়ৎক্ষণ অবধি নীরব থাকিয়া সে বলিল,—"আচ্ছা মা, বাবুটী তোমার সোয়ামি ছিলেন বুঝি?"

লজ্জায় লতিকার কর্ণমূল অবধি লাল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে বলিয়া উঠিল,—"না মা! সে আমার দূর সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই!"

ভাই শুনিয়া থাকির মার অর্দ্ধেক উৎসাহ নিভিয়া গেল। সে আন্দাজ করিয়াছিল বাবুটী অন্ততঃ পক্ষে রমণীর প্রণয়ী হইবে, কিন্তু লতিকা যখন তাহাকে ভাই বলিয়া পরিচয় দিল, তখন সে কথাটা তাহার মনে লাগিল না। ঐ যে দূরসম্পর্কের খুড়তুতো ভাই—ঐখানেই যাহা কিছু মারপেঁচ সব লুকান আছে। বহুদর্শীর মত ঘাড় নাড়িয়া মুখখানায় মুচ্‌কি হাসির কাজল টানিয়া বলিল,—"আমিও তাই মনে করেছিলুম।"

একমুহূর্ত্তে লতিকার মুখখানি শুকাইয়া গেল। হা ভগবান! একি নিষ্ঠুর বিদ্রূপ লোকে লোকের উপর করিয়া বসে? তখনই তাহার মনে পড়িল এক মুহূর্ত্তের ভুলে সে যে ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণে নিষ্ঠুর বিদ্রূপবাণ মুখ বুজিয়া তাহাকে সহ্য করিতে হইবে। মনে মনে সে ভগবানকে স্মরণ করিয়া বলিল,—"বিশ্বনাথ! হৃদয়ে বল দাও; সহ্য করবার শক্তিটুকুও কেড়ে নিয়ো না জগন্নাথ!"

কথাটা শুনিয়া লতিকার মুখখানা যে লাল হইয়া উঠিয়াছিল থাকির মার দৃষ্টি হইতে সেটা এড়ায় নাই। আর একটু মুচকি হাসিয়া সে বলিল,—"এ কাজে নতুন হাত বুঝি?"

লজ্জায় লতিকা ধূলির সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে চাহিল। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! এমন কথা শুনিবার পূর্ব্বে মৃত্যু যে সহস্রগুণে শ্রেয় ছিল!

করুণ মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সে বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া বলিল,—"খাকির মা, আমি নিজের জ্বালায় জ্বলে মরছি, আর এর ওপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ো না, দোহাই তোমার!"

লতিকার কাতরতা দেখিয়া বৃদ্ধার প্রাণে দয়া হইল, সে আর কোন কথা না বলিয়া সে কক্ষ হইতে উঠিয়া গেল।

[১৪]

প্রীতির অশৌচান্ত হইয়া যাইবামাত্র মণি প্রীতি ও কিরণকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রীতিকে আপনার বাটীতে রাখিয়া তিনি প্রীতিদের বাটী খানা ভাড়া খাটাইতে লাগিলেন। প্রীতির শোকব্যাকুল প্রাণ দুইদিনেই কিরণকে ব্যাকুল আগ্রহে সাপটিয়া ধরিল। সকালে উঠিয়া রাত্রে যতক্ষণ অবধি না কিরণ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিত হইয়া পড়িত ততক্ষণ তাহাকে বালকের শত ক্ষুদ্র আদেশ পালন করিতে হইত—সহস্র সম্ভব অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত! সে কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইত না বরং মনে মনে আনন্দই অনুভব করিত। এমনিভাবে নির্ব্বোধের মত মুখ বুজিয়া তাহার সকল আব্দার সহ্য করিবার একজন লোক পাইয়া সে দুইদিনেই তাহার জননীর কথা

বিস্মৃত হইল। প্রীতিও বালকের নিকট আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিয়া আপনার পিতার অভাবের কথা অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছিল। শুধু রাত্রে যখন শয্যায় আশ্রয় লইত, তখন পিতার স্নেহময় মুখখানি চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে অশ্রুজলে ব্যাকুল করিত।

মণি ধ্রুববাবুর মৃত্যুশয্যায় বসিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সেকথা বিস্মৃত হয়েন নাই। কলিকাতায় আসিয়াই তিনি প্রীতির বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিলেন। দুই তিন স্থানে প্রায় কথার পাকাপাকিও হইয়া গিয়াছিল।

একদিন গোধূলির পূর্ব্বক্ষণে একজন পাত্রী দেখিতে আসিলেন। পাত্র স্বয়ংই আসিয়াছিলেন। বিলাত ফেরত, সভ্যতা পরিমার্জ্জিত সতীশ বাবুর সহিত মণির পূর্ব্বে চাক্ষুষ কোন পরিচয় না থাকিলেও তাঁহাদের যে ঘর ভাল এবং ছেলেটীও যে বিদ্বান্ ও চরিত্রবান্ সে সংবাদ তিনি ভাললোকের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সতীশকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া মণি বাটীর মধ্যে প্রীতির নিকট আসিলেন।

প্রীতি তখন কিরণকে লইয়া বসিয়াছিল। মণি বলিলেন, —"প্রীতি, তোমার বাহনটীকে এক মুহূর্ত্তের জন্যে ঝিয়েদের কাছে রেখে তুমি একবার বাইরে এস। একজন ভদ্দর লোক তোমার জন্যে বসে আছেন।"

"আমার জন্যে একজন ভদ্দর লোক বসে আছেন!"—প্রীতি এ সংবাদে বিস্মিত না হইয়া পারিল না। বিশ্ব-সংসারে কোন ভদ্রলোকের সহিত তাহার আলাপ পরিচয় নাই, সুতরাং কে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল? সে স্বপ্নেও মনে করে নাই যে পিতার মৃত্যুর পর দুইটা মাস কাটিতে না কাটিতেই মণি তাহার বিবাহের জন্য এমন করিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইবেন। সেইজন্যই সে এই ভদ্রলোকের আগমন সংবাদের মধ্যে কিছুই বিশেষত্ব দেখিতে পাইল না।

ঝিয়ের নিকট কিরণকে রাখিয়া সে তখনই বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে মণি বাধা দিয়া বলিলেন,—"অমন করে যা তা বেশে ভদ্দরলোকের সামনে যেতে নেই। মাথাটা একটু আঁচড়ে কাপড়টা ছেড়ে এস।"

"কেন মণিদা?"

"কেন আবার? এমনি! যাও লক্ষীটী, যা বলি তা শুনতে হয়।"

মণির এই অসম্ভব নূতন অনুরোধে মনে মনে প্রীতি বেশ একটু বিস্ময় অনুভব করিলেও সে আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া মণির কথামত বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিলে মণি তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। প্রীতি সতীশকে দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইল;—পূর্ব্বে কোনদিন যে তাঁহাকে

কথনও দেখিয়াছে শত চেষ্টা করিয়াও সে কথা সে স্মরণ করিতে পারিল না।”

মণি প্রীতিকে একখানা চেয়ারে উপবেশন করিতে বলিয়া সতীশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“এই এরই কথা আপনাকে বলছিলাম। নিজেদের জিনিষের সুখ্যাতি করাটা ভাল নয়, কিন্তু প্রীতির সঙ্গে দু' একটা কথা কইলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে কি অমূল্যরত্ন সে! আমি জোর করে বলতে পারি প্রীতি যে কোন সংসারের গৌরবস্বরূপ হতে পারবে!”

একমুহূর্ত্তে প্রীতির নিকট সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া গেল।—এ তাহারই বিবাহ-উদ্‌যোগ! মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। বিবাহের নামে রমণীসুলভ লজ্জা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। দশমবর্ষীয়া বালিকা বিবাহ-সভায় আসিয়া যেমন করিয়া নতমুখে নীরবে বসিয়া থাকে, প্রীতি প্রৌঢ়া হইয়াও ঠিক তেমনিভাবেই বসিয়া রহিল

কতক্ষণ পরে সতীশবাবুর পাত্রী দেখা শেষ হইলে প্রীতি সেখান হইতে পলাইয়া বাঁচিল। মণির সহিত ভদ্রতাসূচক দুই চারিটা বাক্যালাপ করিয়া সতীশবাবু বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মণিবাবু তাঁহাকে বিদায়সূচক অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—“কাল তা হলে আপনাদের বাড়ী গিয়ে আপনাদের মতামত জেনে আসব, কি বলেন সতীশবাবু?”

সহাস্যে সতীশ বলিলেন,—"য্যাজ্ঞে, তাই হবে!"—তাঁহার যে প্রীতিকে দেখিয়া মনে ধরিয়াছে তাহা তাঁহার মুখের ভাব হইতেই মণি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন।

সতীশ চলিয়া গেলে মণি উঠিয়া প্রীতির সন্ধানে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রীতি তখন তাহার শয়নকক্ষের জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়াছিল। মণি যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন সে কথা সে জানিতেও পারিল না। তাহার সন্নিকটে দাঁড়াইয়া মণি ডাকিলেন,—"প্রীতি!"

চমকিয়া প্রীতি তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। পরক্ষণেই সে আবার মুখ ফিরাইয়া লইয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনিভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সেই চকিতের মত মুখ ফিরানোর সময়েই মণি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে অশ্রু তাহার চোখে টল্ টল্ করিতেছে! পিতার মৃত্যুতে যে সে প্রাণে কতটা ব্যথা পাইয়াছিল তাহা মণি ভালই জানিতেন, সুতরাং তাহার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া তিনি কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। স্নেহ-কোমল-কণ্ঠে বলিলেন,—"কেঁদ না প্রীতি, লক্ষ্মীটী! অমন করে কেঁদে কি মিছে শরীর নষ্ট করতে আছে?—যিনি গেছেন তাঁর জন্যে কেঁদে কেঁদে পৃথিবী ভিজিয়ে ফেল্লেও ত তাঁকে আর ফিরে পাবে না, তবে এ অনর্থক কান্না কেন প্রীতি?"

অশ্রু মুছিয়া প্রীতি জানালার উপর বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ

নীরব থাকিয়া মণি বলিলেন,—"আজ যে সতীশবাবু এসেছিলেন তাঁর সঙ্গেই তোমার বিয়ের কথাবার্তা একরকম ঠিক করেছি। তোমার নিজের কোন অমত নেই ত?"

নতমুখে কিয়ৎক্ষণ অবধি নীরব থাকিয়া প্রীতি বলিল,—"আমার বিয়ের জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন মণিদা?"

"না করেই বা পারছি কই প্রীতি?—আমি যে কাকাবাবুকে কথা দিয়ে রেখেছি যে যত শীগ্‌গির পারি তোমার বিয়ে দেব।"

প্রীতির চোখে পুনরায় অশ্রু উছলিয়া উঠিল,—ব্যাকুলকণ্ঠে সে বলিল,—"আমি কিরণকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারব না।"

সস্নেহে তাহার অশ্রু মোচন করিতে করিতে মণি বলিলেন, —"তারজন্যে কান্না কেন প্রীতি? কিরণ না হয় তোমার কাছেই থাকবে। সতীশবাবুকে তোমার অপছন্দ হয়নি ত?"

প্রীতি যে কথা বলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, লজ্জা বারম্বার সে কথা বলিতে তাহাকে বাধা প্রদান করিতেছিল, কিন্তু যখন সে দেখিল যে পুরুষ অন্ধ, তাহার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া না দিলে সে দেখিতে পাইবে না, তখন সে জোর করিয়া সরমের বাধা এড়াইয়া আপনার বক্তব্য বলিতে উদ্যত হইল। সহসা মণি কোনরূপ বাধা দিবার পূর্ব্বেই সে দুইহাতে তাঁহার পা দু'খানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"আমি তোমার চরণে

কোন অপরাধ করিনি, তবে আমায় তাড়াবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? আমায় বাবা তোমার চরণে স'পে দিয়ে গেছেন, আমরণ আমি সেই আশ্রয়ই কামড়ে পড়ে থাকব—আর কোথাও যাব না—কোনমতে না!"—ঝোঁকের মাথায় একসঙ্গে সে প্রাণের সমস্ত গোপন কথা মণির নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

চকিতে মণি সকল কথা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। লতিকাকে তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়া ভাল বাসিয়াছিলেন; সে অবিশ্বাসিনীর মত তাঁহার ভালবাসা পদদলিত করিয়া গেলেও তিনি তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই। হৃদয় তখনও তাঁহার লতিকার স্মৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল। এরূপ অবস্থায় আর একজনকে বিবাহ করিলে তাহার উপর অবিচার করা হইবে কিনা তাহা তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রীতির বাহুবেষ্টন হইতে আপনার চরণ দুইখানা মুক্ত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,—"প্রীতি, আমার এ দেওয়া প্রাণ আবার দেবার অধিকার আমার নিজেরই আছে কিনা তা আমি জানি না। তারপর লতির স্মৃতি আমার বুকের মধ্যে যেভাবে ভরে রয়েছে, তাতে তোমায় বিয়ে করলে কোনদিন সুখী করতে পারব কিনা জানি না—হয়ত কোনদিন তোমায় পূর্ণমাত্রায় পত্নীর অধিকার দিতে পারব না। তাহা বলছি

প্রীতি, একটা খেয়ালের বশে নিজের সারাজীবনের সুখ নষ্ট কর না!"

দৃঢ়স্বরে প্রীতি বলিল,—"তা বলে ত আমি দ্বিচারিণী হতে পারি না। একবার যখন তোমায় স্বামী বলে মনে মনে মেনে নিয়েছি তখন, আর অন্য কাউকে সে আসনে আমি বসাতে পারব না। যদি তুমি আমায় চরণে স্থান না দাও—আমি আজীবন কুমারীই থেকে যাব!"

"কথাটা ভাল করে ভেবে দেখ প্রীতি—যে বিয়েয় ভালবাসা পাবার আশা নেই—পত্নীত্বের সম্পূর্ণ অধিকার পাবার আশা নেই—তাতে সুখের লেশমাত্রও থাকতে পারে না, সেটা অত্যাচারের নামান্তর মাত্র।"

অস্ফুটস্বরে প্রীতি নতমুখে বলিল,—"দেবতা ভক্তের অর্ঘ্য প্রীতিভরে নিচ্ছেন কিনা ভক্ত তা দেখতে চায় না—যায়ও না। শুধু অর্ঘ্য দিয়েই তার সুখ—তাহাতেই তার তৃপ্তি—তার প্রতিদানে পাবার আশা সে কোন কিছুই রাখে না। তুমি আমায় ভালবাসবে কিনা সে কথা ভেবে আমি তোমায় ভাল বাসিনি—ভালবাসি বলেই ভালবেসেছি—আর আজীবন তাই বাসবও জেনো!"

[১৫]

"দিদিমণি, ঝি রাখবে ?"

"ঝি যে আমাদের রয়েছে বাছা, আবার ঝি নিয়ে কি করব ?"

প্রীতির উত্তর শুনিয়া আগন্তুক রমণী একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। তাহার পর কতকটা আত্মগতভাবেই বলিল,—"ছেলেটাকে হারিয়ে বুকটা যেন ভেঙে গেছে। এখানে খোকাকে দেখে মনে করেছিলুম যদি খোকার ঝি হয়ে থাকতে পাই তা হলে মনে অনেকটা শান্তি পাব। ভগবান দেখছি অভাগীর অদৃষ্টে সে সুখটুকুও লেখেননি।"

প্রীতির সহিত মণির বিবাহ হইয়া যাইবার পর ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছিল। প্রীতিই সংসারের গৃহিণী ; কিরণ তাহাকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছিল। ক্ষুদ্র শিশু অল্পদিনেই আপনার জননীর কথা বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ প্রীতির জননী-সুলভ বুকভরা স্নেহ। সে স্নেহে কৃত্রিমতা ছিল না—ভেজাল ছিল না, হৃদয়ের পরিপূর্ণ স্নেহ দিয়া সে কিরণকে বাঁধিয়াছিল। সদ্য পিতৃশোক-সন্তপ্ত তাহার মন ইহাতে অনেকটা সান্ত্বনা পাইয়াছিল।

প্রীতি রমণীর কথাগুলা স্পষ্ট শুনিতে পাইল। অভাগিনী সন্তান-হারার দুঃখে তাহার সমস্ত প্রাণ গুমরিয়া উঠিল। করুণা-মাখা স্বরে সে রমণীকে প্রশ্ন করিল,—"সম্প্রতি কি তুমি ছেলে হারিয়েছ?"

রমণীর উভয় নয়ন অশ্রু ছল ছল হইয়া উঠিল,—মনে মনে সে বলিল,—"ষাট্ ষাট্! ভগবান! অভাগিনীর পাপে বাছার যেন কোন অমঙ্গল না হয়—শুধু এইটুকু তুমি কর প্রভু!"—প্রকাশ্যে বলিল,—"দুঃখের কথা আর বল কেন দিদিমণি! কাল বসন্ত এসে আমার বাছাকে আমার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। আগেই স্বামী হারিয়েছিলুম—তবু সে দুঃখে বুক বেঁধে কোন রকমে বাছার মুখ চেয়েছিলুম, তা পোড়া বরাতে তাও সইল না। তাকে হারিয়ে নিজেরও বসন্ত হল, ভাবলাম এবার আমার ছুটি হবে—স্বামী পুত্তুর সবাই যেখানে গেছে আমিও সেখানে গিয়ে বর্তাব। কিন্তু তাও ত হল না দিদিমণি! একচোখো যম আমার বলতে যা কিছু ছিল সব কেড়ে নিয়ে শুধু আমাকেই ফেলে রেখে চলে গেল!"—হৃদয়ের তপ্ত শোণিতবিন্দুর মত টস্ টস্ করিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

প্রীতির হৃদয় রমণীর বিষাদ-কাহিনীতে টন্ টন্ করিয়া উঠিল তাহারও গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। বেদনামাখা স্বরে সে প্রশ্ন করিল,—"কত বড় ছেলে গা তোমার?"

"ঠিক তোমার খোকার মত দিদিমণি! অমনি সুন্দর মোটা সোটা ছেলেটী! তুমি ত ছেলের মা দিদিমণি, তোমার আর আমার ব্যথার কথা কি বুঝিয়ে বলব ?"

'ছেলের মা!' কথাটা শুনিয়া প্রীতির বুক ভরিয়া উঠিল ;— মনে মনে সে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিল,—"দয়া করে যে ছেলের মার পদে আমায় বরণ করেছ প্রভু, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি যেন তার মর্য্যাদা রেখে চলতে পারি!"

তাহার পর রমণীর দিকে ফিরিয়া প্রকাশ্যে বলিল,— "তোমার বুকে যে কি শোকের সিন্ধু উথ্‌লে উঠছে দিদি, তা বেশ বুঝতে পারছি। আমার এখানে থাকলে যদি তোমার প্রাণে শান্তি আসে তবে না হয় তাই থাক তুমি!"

রমণীর মুখে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। ব্যাকুলস্বরে সে বলিল,—"কি আর বলব দিদিমণি, যে উপকার তুমি আমার করলে ভগবান তারজন্যে তোমার স্বামী-পুত্রের মঙ্গল করুন। এর বেশী আমি আর কিছু বলতে পারছি না। তিন কুলে আমার আপনার বলবার কেউ নেই যখন, তখন মাইনে যদি তুমি আমায় নাও দাও দিদিমণি তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই—শুধু দু'বেলা দু'মুটো খেতে দিলেই আমার যথেষ্ট হবে!"

রমণীর কৃতজ্ঞতায় তুষ্ট হইয়া প্রীতি বলিল,—"না না, মাইনেই বা তুমি না পাবে কেন ? যেমন খোকার ঝি পেতো

তুমিও তাই পাবে—সে এখন থেকে সংসারের অন্য কাজ করবে, আর তুমি করবে কিরণের কাজ।"—তাহার পর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সে প্রশ্ন করিল,—"তোমার নাম কি?"

"ক্ষ্যান্ত দিদিমণি!—পোড়াকপালীর আবার নাম! খোকার ঝি বলে আমায় ডেকো।"

"বেশ, তা হলে আজ থেকেই তুমি কাজে লাগছ ত ক্ষ্যান্ত?"

"হ্যাঁ দিদিমণি, আমার আর তাতে আপত্তি কি?"

"বেশ, তাহলে ওলো ও মতির মা, একবার এদিকে আয় দেখি!"—বলিয়া উদ্দেশে অপর পরিচারিকাকে ডাকিয়া ক্ষ্যান্তকে প্রীতি পুনরায় প্রশ্ন করিল,—"কি জাত গা তোমরা?"

"জাতের জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই—জাত ভাল আমরা—গয়লার বামুন। নিতান্তই দৈন্যির দশা আর শোকের জ্বালা তাই এই ঝিয়ের কাজ করতে এসেছি দিদিমণি!"—বলিয়া ফোঁস করিয়া ক্ষ্যান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

প্রীতির ডাকে পরিচারিকা মতির মা আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রীতি তাহাকে বলিল,—"আজ থেকে ক্ষ্যান্ত খোকার কাজ করবে, আর তুই সংসারের কাজকর্ম্ম করবি। একে তোর পাশের ঘরটায় থাকতে দিগে।"—তাহার পর ক্ষ্যান্তর দিকে ফিরিয়া বলিল,—"তুমি মতির মার সঙ্গে নিজের ঘর দেখে একটু জিরিয়ে নাওগে, তারপর আমি ডাকব'খণ!"

মতির মার সহিত ক্ষ্যান্ত নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া বগলের পুঁটুলীটা এককোণে রাখিয়া দিয়া মেজের উপর শুইয়া পড়িল। চোখে তখন তাহার অশ্রু টল্ টল্ করিতেছিল। তাহার আপনার ঘর বাড়ী—যেখানে সে একদিন কর্ত্তৃত্ব করিয়াছে সেইস্থানেই আজ তাহাকে ঘৃণ্য পরিচারিকার বেশে আসিয়া প্রবেশ করিতে হইল। ভগবান!···আরও কত নিষ্ঠুর বাণ তোমার তুণে আছে প্রভু?···শুধু কিরণ!···শুধু কিরণের জন্যই আজ লতিকা এতটা হীনতা স্বীকার করিয়াছিল—শুধু পুত্রকে বুকে করিতে পাইবে বলিয়াই সে আজ সাহস সংগ্রহ করিয়া ক্ষ্যান্ত নাম গ্রহণ করিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়া মণির বাটীতে পদার্পণ করিয়াছিল। বসন্ত রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া বহুদিন অবধি তাহার শরীরে কোন শক্তি সামর্থ্য ছিল না। ক্রমে ধীরে ধীরে সে যখন সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিল, তখন একদিন আয়নায় আপনার মুখ দেখিয়া আপনি বিস্মিত হইল—লতিকা বলিয়া তাহাকে আর চিনিবার উপায় ছিল না। ভগবানের এই দয়ায় মনে মনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া সে পুত্রের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল।

[১৬]

জননী-হৃদয়ের সমস্ত ক্ষুধা লইয়াই লতিকা স্বামীর সংসারে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। সমস্তদিন সে কিরণকে পারৎ-পক্ষে বুকে কোলে ধরিয়া রাখিত। কিরণ ইদানীং একটু বড় হইয়াছিল,—ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়ানটাই তাহার আজ-কাল অধিক প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই লতিকার এই ধরিয়া রাখাটা সে মোটেই পছন্দ করিত না।

মধ্যে মধ্যে সে প্রীতির নিকট নালিশ করিত,—"মা, পোড়ারমুখী ঝি আমায় খেলা করতে দেয় না।"

প্রীতি লতিকার বাস্তব অবস্থা না জানিলেও তাহার নিকট তাহার দুর্ভাগ্যের যে কাহিনী শুনিয়াছিল, তাহাতেই সে স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে অতৃপ্ত মাতৃহৃদয় তাহার শুধু স্নেহের বশেই কিরণকে কাছে ধরিয়া রাখিতে চাহে। সেইজন্যই সে কিরণের এই অভিযোগ কাণে না তুলিয়া বলিত,—"ছি বাবা, বড় হচ্ছ তুমি, ঝি চাকরকে কি অমন করে গালাগাল দিতে আছে! ও তোমায় কত ভালবাসে, সেইজন্যেই ত সারাদিন কোলে করে রাখতে চায়। তাতে কি রাগ করতে আছে!"

লতিকা সাবধানে স্বামীর চক্ষু এড়াইয়া চলিত। তাহার পূর্ব্বের আকৃতি, দেহের বর্ণ, মুখের লাবণ্য অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেও নাকের ঠিক শীর্ষে যে একটা তিল ছিল সেটা মোটেই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। পাছে স্বামী তাহার এই তিল দেখিয়া তাহার স্বরূপ চিনিয়া ফেলেন এই ভয়েই সে স্বামীর সম্মুখে কোনদিন বাহির হইত না, যদি কোনদিন মণি আসিয়া পড়িতেন তবে সে ত্বরিতহস্তে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া সেস্থান হইতে সরিয়া যাইত।

দীর্ঘ আটমাস পরে কিরণকে আবার বক্ষে পাইয়া তাহার তাপিত চিত্ত শীতল হইল; কিন্তু সেই পূর্ব্বের দিনের সঙ্গে এখনকার কত পার্থক্য! তখন সে ছিল সন্তানের জননী—সংসারের গৃহিণী—আর আজ?—আজ সে সকলের অবহেলার পাত্রী—সামান্য পরিচারিকা। সেই পরিচিত ঘর দ্বার—সেই স্বামী পুত্র তাহার সকলই ঠিক পূর্ব্বের মতই আছে, নাই শুধু আজ সেগুলাকে তাহার নিজের বলিয়া দাবী করিবার ক্ষমতা!…হা ভগবান! আর কতদিন…আরও কতদিন এমন করিয়া একটু একটু করিয়া দগ্ধিয়া মারিবে? আর কেন বিশ্ব-নিয়ন্তা! এক মুহূর্ত্তের ভুলে যে পাপ সে করিয়াছিল তাহার সাজা ত যথেষ্টই হইয়াছে, তবে আর কেন বিশ্বপ্রভু?…এইবার সর্ব্বসন্তাপহারী মৃত্যু তাহার অকাজের নারী দেহটা হইতে আমর দুঃখ-তাপ-জর্জ্জরিত

আত্মাটাকে বাহির করিয়া লউক। এখন এখানে মরিলে শেষ মুহূর্ত্তে স্বামীর পদধূলিটা সে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে পারিবে—অন্তিম শয়নে পুত্রকে একবার—শুধু শেষ একটী বারের জন্য তাহার বলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিতে পারিবে! ইহার অধিক সুখ—ইহার অধিক সৌভাগ্য সে কল্পনায়ও আনিতে সাহস করে না—দুঃখিনীর এইটুকু সাধ পূর্ণ কর বাঞ্ছাময়!

দিনের সঙ্গে সঙ্গে লতিকার শরীরে অবসাদের লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। যে আশায় সে বসন্তর হাত হইতে মরিতে মরিতে ফিরিয়া আসিয়াছিল—সে আশা তাহার পূর্ণ হইয়াছে—পুত্রকে সে বুকে করিবার—কোলে করিবার অধিকার পাইয়াছে, কিন্তু আপনার বাড়ীর মধ্যে—আপনার স্বামী পুত্রের এত নিকটে থাকায় পূর্ব্বের সুখ স্মৃতিগুলা নিত্য তাহার প্রাণের মধ্যে যাতনার সৃষ্টি করিতেছিল। মর্ম্মপীড়ায় কাতরা লতিকা শুধু সমস্ত মন প্রাণ দিয়া ভগবানের চরণে এই নিবেদন জানাইতে লাগিল যে, প্রভু আর কেন, এবার অভাগিনীকে মরণ দাও!

ভগবান বুঝি এতদিনে তাহার কাতর ক্রন্দন শুনিলেন। একদিন রাত্রে সহসা ঘুম ভাঙায় লতিকা দেখিল দারুণ জ্বরের তাপে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছে! মনে মনে সে বিশ্বনিয়ন্তার চরণে কামনা করিল,—"প্রভু, আর বঞ্চনা কর না, এবার যেন যেতে পারি!" সকালে উঠিয়া সে দেখিল জ্বরটা

অনেক কমিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু মাথার যাতনা তখন একটুও কমে নাই। অসুখকে সে অসুখ বলিয়াই গ্রাহ্য করিল না, যেমন কিরণের তত্ত্বাবধান নিত্য সে করিত তেমনই করিয়া গেল। নিত্যকার মতই স্নান আহার করিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে, পরদিন হইতে জ্বর তাহার দেহে সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান রহিল —দিবারাত্রির মধ্যে একদিনও ছাড়িল না।

এমনি করিয়া আরও দুই তিন দিন কাটিয়া গেল।

সেদিন প্রীতির শয়নকক্ষে বসিয়া লতিকা কিরণকে লইয়া খেলা করিতেছিল। শরীর তাহার এমনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে উঠিয়া দাঁড়াইতে কষ্টবোধ হইতেছিল; কাজেই সে প্রীতির কক্ষে বসিয়া বসিয়া আপনার পরিচারিকার কর্ত্তব্য পালন করিতেছিল। সহসা সেখানে মণি কি একটা কাজের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লতিকা তাঁহার আগমন লক্ষ্য করে নাই, সে কিরণকে বলিতেছিল,—"কিরণ, তুমি ত আমায় একটুও ভালবাস না—আমি এবার মরে যাব!"

মণির মুখে সহসা বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। এ স্বর যে তাঁহার কর্ণপটাহে গাঁথা রহিয়াছে! তবে কি···তবে কি লতি তাঁহার আবার ফিরিয়া আসিল?···তাহাও কি সম্ভব?···লতি···এই কি তাঁহার সেই আদরিনী রূপবতী পত্নী লতি?···

দারুণ সন্দেহে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সন্দেহ

ভঞ্জন করিবার মানসে তিনি অতর্কিতে ডাকিলেন,—"লতি!"

সহসা স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া লতিকা সাড়া দিয়া ফেলিল, —"এঁ্যা?"

পরক্ষণেই সে যে কত বড় অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে তাহা বুঝিয়া ভয়ে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে নতদৃষ্টিতে শুষ্কমুখে বসিয়া রহিল,—অবগুণ্ঠনটাও টানিয়া দিবার কথা তাহার মনে রহিল না।

সহসা মণি তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এই কি তাঁহার সেই লতি?··· না···হ্যাঁ···কিন্তু···

সহসা লতিকার নাসাশীর্ষের তিলটার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। এই ত তাঁহার লতি—তাঁহার আদরিণী পত্নী লতিকা! সাগ্রহে তিনি তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিলেন,—"লতি, আমার লতি!"

লতিকার উভয় গণ্ড বহিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ভগবান! ভগবান!···এ যে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না! বিশ্বপিতা, এটা যদি স্বপ্ন হয় তবে কৃপাময় এ স্বপ্ন টুটিয়া যাইবার পূর্ব্বে যেন মরণ আসিয়া তাহার সকল দুঃখ তাপ দূর করিয়া দেয়।

মণি যখন লতিকার একখানা হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন

আর নতমুখী লতিকার উভয় গণ্ড প্রবাহিত হইয়া অশ্রু-স্রোত মণির পায়ের উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল, ঠিক সেই সময় প্রীতি কক্ষে প্রবেশোদ্যতা হইতেই এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। একি নীচ চরিত্রহীনের মত তাহার স্বামীর ব্যবহার ?···নির্ব্বাক বিস্ময়ে সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মুখ দিয়া তাহার একটা কথাও বাহির হইল না।

মণি পুনরায় ডাকিলেন,—"লতি, এতদিন কোথায় ছিলে লতি ?—এক কলম লিখেও যদি ঘুণাক্ষরে আমায় কথাটা জানাতে—তাহলে কি...?"

সহসা দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মানা প্রীতির উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িতেই মণি বলিয়া উঠিলেন,—"প্রীতি, তোমার দিদি !"

"দিদি !"—বিস্ময়ের উপর অধিকতর বিস্ময়ভরে সে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লতিকার নিকট বসিয়া পড়িল।

সহসা মণির মনে হইল লতিকার দেহের উত্তাপে তাঁহার হাতখানা যেন পুড়িয়া যাইতেছে ; চিত্তচাঞ্চল্যে এতক্ষণ এটা তিনি লক্ষ্যই করেন নাই,—"লতি, তোমার অসুখ করেছে ?"

এইবার লতিকা কথা কহিল,—"ও বিশেষ কিছু নয় !"

"নয় কিগো ? গা যে তোমার পুড়ে যাচ্ছে ! প্রীতি, তুমি তোমার দিদিকে দেখো, আমি ডাক্তার ডেকে আনি !"

স্বামী চলিয়া যান দেখিয়া লতিকা সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ জোর

করিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল,—“ওগো, আগে আমার সব কথা শোন, তারপর যা হয় করো।”

যাইতে যাইতে মণি বলিলেন,—“তার আর অত তাড়াতাড়ি কি লতি, আগে ডাক্তার ডেকে আনি তারপর অবসর মত সব কথা বলখণ!”

দর দর ধারে লতিকার উভয় গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অস্ফুটস্বরে বলিল,—“এমন স্বামীকেও ভুল বুঝেছিলুম।”

প্রীতি লতিকার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া করুণকণ্ঠে বলিল,—“দিদি, আমায় ক্ষমা কর, আমি জানতুম না বলেই তোমার সঙ্গে সামান্য ঝিয়ের মত ব্যবহার করেছি!”

সস্নেহে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া লতিকা বলিল,—“তোমার ত কোন অপরাধ নেই দিদিমণি, তবে তোমায় ক্ষমা করব কেন?”

শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগচি সম্পাদিত সুলভ মাসিক পত্রিকা। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন ৮ পেজি সাইজ। প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২৷৷০ টাকা মাত্র। বিষয় নির্ব্বাচনে ও মাসে মাসে ৩।৪টী ছোট গল্পে সমালোচনাদিতে প্রতিমাসের জাহ্নবীর কলেবর পূর্ণ থাকে। শশধর রায় এম-এ, বি-এল, ইন্দিরা দেবী, অনুরূপা দেবী, বনলতা দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী এম এ, বার-এ্যাট-ল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ বসু, সরোজকুমারী দেবী, কুমুদিনী মিত্র বি-এ, প্রভৃতির রচনা জাহ্নবীতে রীতিমত বাহির হইয়াছে। নিয়মিতরূপে জাহ্নবী পাঠ করিলে ছাত্র ও শিক্ষকবর্গ আধুনিক অভিনব-প্রণালী-অনুযায়ী প্রবন্ধাদি লিখিতে শিখিবেন এবং ভাষাজ্ঞান লাভ হইবে তাহা নিম্নলিখিত মতামত কয়েকটী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

জাহ্নবী সম্বন্ধে স্থানাভাবে ২।৪টী মতামত

ENGLISHMAN :—Judging from the Contents, it is likely to find a large number of readers. The names of the contributors make a goodly show and the articles written are well above the average.

STATESMAN :—Modest in price, but an attemp is made to keep up the standard of the contribution which are Varied and promising.

AMRITA BAZAR PATRIKA :—We are glad to find that the get-up, the paper and the printing of this magazine are excellent and the same time it is a cheap vernaculer. It is deserving of credit to its young and energetic editor.